রাঁচি, বৃহস্পতিবার
17:08:2023

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>301 >>31 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩০১ >> << ৩১ শে, শ্রাবণ ১৪৩০>>

দুবার স্নান করলে এই হোটেলে গুনতে হবে বাড়তি অর্থ

বেইজিং ঃ দুই রাতের জন্য একটি হোটেলকক্ষ ভাড়া করেছিলেন চীনা এক নারী। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে হোটেলকক্ষে ঢোকার পর একটি নির্দেশনায় চোখ যায় তাঁর। সেখানে বলা আছে, একবারের বেশি স্নান করলে বাড়তি ফি গুনতে হবে। আর তা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন ওই নারী। তা দেখে অনেকে হোটেলের এমন নির্দেশনা নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন। চীনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউনান প্রদেশে ওই হোটেলের অবস্থান। প্রতি রাতে আড়াই হাজার ইউয়ান (৩৫০ মার্কিন ডলার) করে হোটেলের একটি কক্ষ ভাড়া নেন ওই নারী। তবে স্নানের জন্য অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিষয়টি তিনি আগে জানতেন না। কক্ষে ঢোকার পরই তিনি এ বিষয়ে জানতে পারেন। এ নিয়ে অনলাইনে একটি পোস্ট দেন ওই নারী। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন হোটেলকর্মী বলেন, অতিথিরা একাধিকবার স্নান করলে বেশি জল খরচ হয়। জলের অপচয় কমাতেই হোটেল কর্তৃপক্ষ এমন ব্যবস্থা নিয়েছে বলে দাবি তাঁর।

বাজার দর

SENSEX : 65539.42 +137.50
NIFTY : 19465.00 +30.45

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.20 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.25 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গ্রেপ্তারের পর এবার বিট্টু বজরঙ্গিকে ছেড়ে গেল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

নয়াদিল্লি ঃ ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের নুহ জেলায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিট্টু বজরঙ্গিকে অস্বীকার করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। সামাজিক মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে তারা জানিয়েছে, স্বঘোষিত গোরক্ষক বিট্টু বজরঙ্গির সঙ্গে ভিএইচপির শাখা সংগঠন বজরঙ্গ দলের কোনো সংশ্রব নেই। কোনোকালে ছিলও না। শুধু এই অস্বীকৃতিই নয়। ভিএইচপি জানিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বার্তা মারফত বিট্টু যা প্রচার করেছেন, তার সঙ্গে সংগঠন সহমত নয়। ভিডিওতে তিনি যা বলেছেন তা অনুচিত। গত ৩১ জুলাই হরিয়ানার মুসলমানঅধ্যুষিত নুহ জেলায় হিন্দুদের এক ধর্মীয় শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছিল। তাতে মোট ছয়জনের মৃত্যু হয়। সংঘর্ষের রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল রাজ্যের অন্যত্রও। অভিযোগ রয়েছে, নিজেদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরঙ্গ দলের সদস্য বলে দাবিদার বিট্টু বজরঙ্গি ও মনু মানেসর নামের দুই ব্যক্তি ওই শোভাযাত্রা শুরুর আগে থেকে সামাজিক মাধ্যমে নানা ধরনের বিবৃতি দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন। দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের কারণও তা। সেই ঘটনার পর দুই সপ্তাহ পার হলেও ভিএইচপি কিন্তু নীরব ছিল। হরিয়ানা পুলিশ গত মঙ্গলবার বিট্টু বজরঙ্গিকে গ্রেপ্তার করার পর দিন ভিএইচপি তাঁকে অস্বীকার করার কথা জানায়। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, ভিএইচপি চায় না, উত্তেজনা সৃষ্টি ও সশস্ত্র সংঘর্ষের কোনো দায় তাদের ঘাড়ে পড়ুক। বজরঙ্গ দলের নাম করে বিট্টু ও মনু অনেক দিন ধরেই হরিয়ানায় সক্রিয়। মনু মানেসরের বিরুদ্ধে রাজস্থানের দুই মুসলমান যুবককে গোহত্যার অভিযোগে পুড়িয়ে মারার অভিযোগও রয়েছে। রাজস্থান পুলিশ তাঁকে খুঁজছে। বিট্টুর মতো মনু মানেসরও নিজেকে বজরঙ্গ দলের সঙ্গে যুক্ত দাবি করেন। তবে ভিএইচপি তাঁকে অস্বীকার করে এখনো কোনো বিবৃতি দেয়নি। নুহ সংঘর্ষের পর হরিয়ানার বিভিন্ন জেলায় মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। কৃষক সমাজ তার বিরোধিতা করে। নুহ, গুরুগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের ব্যবসা ও কাজকারবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বন্ধ দোকান নতুন করে খুলতে শুরু করেছে। কিছু কিছু ঘরছাড়া মানুষ ফিরে আসছেন বলে পুলিশ সূত্রের দাবি। ২৮ আগস্ট নুহ জেলায় আবারও হিন্দু ধর্মীয় শোভাযাত্রা বের করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে রাজ্য পুলিশ এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে যে সমাবেশে যাঁরা ওই ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশ ঘৃণা ভাষণের অভিযোগে মামলা করেছে।

সীমান্ত থেকে 'ইউক্রেনের নাশকতাকারীদের' হটানোর দাবি রাশিয়ার

মস্কো ঃ রাশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী এফএসবি বলেছে, ইউক্রেনের উত্তরাঞ্চল থেকে দেশটির চার যোদ্ধা রাশিয়ার ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের পিছু হটে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। গতকাল বুধবার এফএসবির দেওয়া বিবৃতির বরাত দিয়ে রুশ বার্তা সংস্থাগুলো এ কথা জানিয়েছে। এর এক দিন আগে ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনীয়দের অনুপ্রবেশ ঠেকানো হয়েছে বলে মস্কো জানিয়েছিল। ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলে প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

এফএসবির বিবৃতিতে বলা হয়, ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলের স্তারোদাবস্কি সীমান্তে রুশ ফেডারেশনের এফএসবি এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাহিনীগুলো রাশিয়ায় অনুপ্রবেশের চেষ্টাকারীদের প্রতিহত করেছে। চার নাশকতাকারীকে হটানো হয়েছে।

ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত স্তারোদাবস্কি এলাকাটি মস্কোর মিত্রদেশ বেলারুশের সীমান্ত থেকে খুব একটা দূরে নয়।

এফএসবির দাবি, ইউক্রেনীয়দের ওই দলের কাছে বিদেশি অস্ত্র ও বিস্ফোরক যন্ত্র ছিল। তারা রাশিয়ার ভূখণ্ডে উসকানি ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করছিল।

গত জুনে রাশিয়ার বেলগোরোদ অঞ্চলে বড় ধরনের হামলা হয়। ওই হামলায় ড্রোন ও গোলা ব্যবহার করা হয়েছিল। এ হামলার ঘটনায় রাশিয়ার সীমান্ত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ইউক্রেন বরাবরই এসব হামলার দায় অস্বীকার করে আসছে। তাদের দাবি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরোধিতাকারী কোনো রুশ গোষ্ঠীই এসব হামলা চালিয়েছে।

সিডনির বাড়িতে পাওয়া গেল 'পরমাণু' পদার্থ

সিডনিঃ অস্ট্রেলিয়ার সিডনির দক্ষিণে আজ বৃহস্পতিবার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। সেখানে 'পরমাণু আইসোটোপ' পাওয়া গেছে বলে স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে। সিডনির আর্নক্লিফ শহরের ওই বাড়িতে আজ ভোরে ওই অভিযান চালানো হয়েছে। বাড়ির ভেতরে বিষাক্ত রাসায়নিক, পরমাণু বা জীবাণু উপাদান থাকতে পারে, এমন আশঙ্কায় বাড়িটি ঘিরে রাখা হয়েছে। লালহলুদ টেপ দিয়ে বাড়িটি আশপাশের সড়ক থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। টেপে লেখা রয়েছে 'দূষিত এলাকা' ভেতরে প্রবেশ করবেন না, বিপজ্জনক এলাকা'। স্থানীয় সম্প্রচারমাধ্যম চ্যানেল টেনের খবরে বলা হয়, বাড়ির ভেতরে পারদ ও ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে। অন্যদিকে ডেইলি টেলিগ্রাফ বলছে, পুলিশ কর্মকর্তারা বাড়ির ভেতরে পরমাণু আইসোটোপ পেয়েছেন।

ওই বাড়ি বা বাড়ির আশপাশে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়ার বিষয়ে অস্ট্রেলীয় সীমান্ত বাহিনী (এবিএফ) গণমাধ্যমের এই প্রতিবেদনের বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলেনি। এবিএফের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, নিউ সাউথ ওয়েলসের আর্নক্লিফে জরুরি সেবা সংস্থার সহায়তায় একটি বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে এবিএফ। এ জন্য সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ওই এলাকার বাসিন্দাদের জরুরি সেবা সংস্থার সব ধরনের নির্দেশনা মেনে চলাচল করতে বলা হয়েছে। স্যাম আব্রাহাম (১৯) নামের এক বাসিন্দা ওই এলাকার সড়ক হয়ে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছিলেন। তিনি বার্তা সংস্থাকে বলেন, 'আপনার প্রতিবেশীর বাড়িতে ইউরেনিয়াম পাওয়ার খবর সত্যিই ভীতিকর।

আপনি যদি সেখানে রাস্তায় নেমে পুলিশ দেখেন তাহলে পরিস্থিতি তো আরও ভয়াবহ মনে হয়।' আব্রাহাম বলেন, 'আর্নক্লিফ এলাকায় সাধারণত এমন ঘটনা কখনো ঘটেছে বলে শুনিনি।' নেমার খামিস (৬০) নামের আরেক ব্যক্তি বার্তা সংস্থাকে বলেন, 'সকালে আমি ট্রাকের শব্দ এবং নিরাপত্তাকর্মীদের শোরগোলের শব্দ শুনেছি। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, সেখানে অ্যাম্বুলেন্স আর ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি দাঁড়ানো।'

যুদ্ধকৌশল ▶ রাশিয়ার এই খাদ্য রণনীতির কারণে ইউক্রেনের অর্থনীতি আবার ধ্বংসের মুখোমুখি

ইউক্রেনকে হারাতে পুরোনো যুদ্ধকৌশল বেছে নিচ্ছে রাশিয়া

মাস্কো ঃ প্রচলিত সব ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে ইউক্রেন জয় করতে ব্যর্থ হয়েছে রাশিয়া। এরপর শুরু করে জ্বালানিযুদ্ধ। তারা ইউক্রেনের সব বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংস করে ও পুরো জাতিকে বরফে জমিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতেও তারা সফল হয়নি। এখন তারা নেমেছে বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো যুদ্ধকৌশল 'খাদ্যযুদ্ধে'।

গত জুনে কাখোভকা বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় কৃষিজমি মরুতে রূপান্তরের চেষ্টা করছে রাশিয়া। অন্যদিকে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় কৃষ্ণসাগর দিয়ে ইউক্রেনের শস্য রপ্তানিতে বাধা না দিতে 'ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ (বিএসজিআই)' চুক্তিতে সই করেছিল রাশিয়া। কিন্তু গত মাসে তারা সেই চুক্তি থেকে সরে আসে। এর মধ্য দিয়ে রাশিয়ার নৌবাহিনী ইউক্রেনের বন্দরগুলোকে কার্যত অবরুদ্ধ করে ফেলে। এ ছাড়া তারা দানিউব নদীর রেনি ও ইজমাইল বন্দরে সরাসরি হামলা চালিয়েছে। এতে ইতিমধ্যে রপ্তানির জন্য মজুত রাখা ২ লাখ ২০ হাজার টন খাদ্যশস্য ধ্বংস হয়ে গেছে।

রাশিয়ার বিএসজিআই থেকে সরে আসা ও নৌ অবরোধের কারণে জুলাইয়ের শেষের দিকে বিশ্ববাজারে খাদ্যশস্যের দামের সূচক ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পথে বছরে ৩ কোটি ২০ লাখ টন খাদ্যশস্য রপ্তানি হয়ে থাকে, যা ইউক্রেনের মোট রপ্তানিযোগ্য খাদ্যশস্যের অর্ধেকের বেশি। অনেক ব্যবসায়ী আশঙ্কা করছেন, এমন পরিস্থিতিতে সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ খাদ্যশস্যের মূল্য ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। আদতে এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে খাদ্যকে একটি যুদ্ধাস্ত্রে রূপান্তর করা হচ্ছে। আর রাশিয়া ফিরিয়ে আনছে বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো যুদ্ধনীতি। প্রাচীন সৈন্যরা তাদের প্রতিপক্ষকে বশে আনার জন্য তাদের খাদ্যশস্যে অবরোধ দিত, যাতে খাদ্যশস্যের সংকট দেখা দেয়।

সংকট ছড়াল বিশ্বব্যাপী

রাশিয়ার এই খাদ্য রণনীতির কারণে ইউক্রেনের অর্থনীতি আবার ধ্বংসের মুখোমুখি। একই সঙ্গে এ সুযোগে রাশিয়া তাদের পণ্য উচ্চমূল্যে রপ্তানির সুযোগ পাবে। আর এসব কারণে রাশিয়াইউক্রেন থেকে শত শত মাইল দূরে থাকা বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলো আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। এমনকি খাদ্যপণ্যের উচ্চমূল্য ও ত্রাণ সরবরাহের স্বল্পতার কারণে সেসব দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষও নেমে আসতে পারে।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (ডব্লিউএফপি) দরিদ্র দেশগুলোতে ত্রাণ দিতে বিশ্ববাজার থেকে যে পরিমাণ গম কিনে থাকে, তার অর্ধেকেরই জোগান আসে ইউক্রেন থেকে। এসব গমের বেশির ভাগই যায় আফগানিস্তান, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইয়েমেনে। ভালো মানের এসব গম সহজেই ইউক্রেনের ওদেসা থেকে কৃষ্ণসাগর দিয়ে বসফরাস প্রণালি হয়ে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছাত। এরপর সুয়েজ খাল হয়ে এসব খাদ্যশস্য চলে যেত ইয়েমেন ও আফ্রিকার দরিদ্র্য দেশগুলোয়। অথচ ডব্লিউএফপিকে এসব গম এখন কিনতে হচ্ছে উচ্চমূল্যে। আবার পরিবহন করতে হচ্ছে দীর্ঘ পথ ঘুরে। এতে পণ্য পরিবহনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে সংস্থাটিকে। তারা এখন বিকল্প পথে বাল্টিক ও ইউরোপীয় বন্দরগুলো থেকে আফ্রিকা অথবা এশিয়ায় খাদ্য পরিবহন করছে।

ডব্লিউএফপির মুখপাত্র স্টিভ ট্রাভেলা বলেন, বিএসজিআই ছাড়া তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়সংখ্যক মানুষকে খাদ্যসহায়তা দেওয়া সত্যিই কষ্টের হয়ে যাবে। এ ছাড়া এমনিতেই ডব্লিউএফপি গত ১৬ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তহবিলসংকটে রয়েছে। এর ফলে তাদের বিকল্প বেছে নিতে হচ্ছে। হয়তো ত্রাণের পরিমাণ কমাতে হচ্ছে, না হলে সুবিধাভোগীর সংখ্যা কমাতে হচ্ছে।

ডব্লিউএফপির নির্বাহী পরিচালক সিন্ডি ম্যাককেইন বলেন, এই যুদ্ধের (রাশিয়াইউক্রেন) কারণে খাদ্যসংকটে থাকা দেশগুলো টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে। তারা 'কোলারোল ড্যামেজ' (যুদ্ধের অংশ না হয়েও প্রাণহানিসহ নানা ক্ষতির সম্মুখীন)'এর শিকার হচ্ছে।

বিকল্প পথ ব্যবহারে জটিলতা

৫০টির বেশি দেশ ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ করছে। তারা সেখানে দ্রুত অস্ত্র সরবরাহ করতে 'রামস্টেইনের' (জার্মানিতে থাকা মার্কিন বিমানঘাঁটি, যা ব্যবহার করে ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়) মতো ফোরাম গঠন করেছে। কিন্তু খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতে এমন সমন্বিত কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। বরং সংশ্লিষ্টরা এ বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছে টুকরো টুকরো বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর।

ইউক্রেনের খাদ্যশস্য রপ্তানির জন্য 'সংহতি পথ'এর (সলিডারিটি লেনস) ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এ ঘোষণার আওতায় ইউক্রেন ইউরোপের রেল, সড়ক ও অভ্যন্তরীণ পানিপথ ব্যবহার করে তাদের খাদ্য রপ্তানি করতে পারবে। ক্রোয়েশিয়া তাদের রিয়েকা বন্দর ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে। একইভাবে ইউক্রেনকে বন্দর ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো (লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া)।

যাহোক, পশ্চিমা ভূমি ব্যবহার করা ইউক্রেনের জন্য জটিল ও ব্যয়বহুল। ইউক্রেন উত্তরাধিকারসূত্রে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে যেসব রেলপথ পেয়েছে, তার অধিকাংশই ইউরোপের যেকোনো রেলপথের তুলনায় বিস্তৃত। ফলে ইউক্রেনকে খাদ্য রপ্তানি করতে হলে সীমান্ত পর্যন্ত রেলপথই বেছে নিতে হবে।

এদিকে নিজেদের কৃষকদের চাপের মুখে ইউরোপীয় পাঁচ প্রতিবেশী দেশ ইউক্রেন থেকে শস্য আমদানি নিষিদ্ধ করেছে। তবে এসব দেশের ওপর দিয়ে ইউক্রেনের পণ্য রপ্তানির অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু ইউক্রেন থেকে রপ্তানির জন্য পোল্যান্ড সীমান্তে আনা পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার কারণে লরিগুলোকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতি ইউক্রেনের জন্য 'গ্রিন করিডোরস' চালুর আলোচনা চলছে। এটি হলে, ইউক্রেন তাদের খাদ্যপণ্য ও প্রাণী শুল্ক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াই গন্তব্যের বন্দরে পৌঁছাতে পারবে। তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশ ও পক্ষগুলো এখনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি।

কৃষ্ণসাগরই ভরসা

ইউক্রেনের ওদেসাভিত্তিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রতিষ্ঠান ট্রান্সফেরির বাণিজ্যিক পরিচালক আলেক্সান্দার কোরোলিভ বলেন, জার্মানিতে বিকল্প পথে শস্য রপ্তানি করতে গিয়ে প্রতি টনে তাদের ১৫০ ইউরো তথা ১৬৪ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বাড়তি খরচ গুনতে হচ্ছে। তিনি বলেন, এমন অবস্থায় এ ব্যবসা তাদের জন্য সত্যিকার অর্থে অলাভজনক।

ইউক্রেনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি আন্তর্জাতিক কোনো তহবিল থেকে বহন করার আবেদন জানানো হয়েছে। তবে কোনো পক্ষ থেকে এমন অর্থ আসবে কি না, তা এখনো অনিশ্চিত।

কোরোলিভ মনে করেন, ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানিতে কৃষ্ণসাগরকেন্দ্রিক চুক্তি বিএসজিআইয়ের বিকল্প ভালো কোনো বিকল্প নেই। বিএসজিআইয়ের অধীনে সহজেই দানিউব নদীতে অবস্থিত ইউক্রেনের বন্দর ইজমাইল ও রেনি এবং রোমানিয়ার বন্দর গ্যালাসি ও ব্রাইলা থেকে জাহাজে মালামাল তোলা যায়। এসব বন্দর থেকে সহজেই দানিউবের তিনটি জলপথ অথবা দানিউবকৃষ্ণসাগরের দুটি শাখা জলপথ হয়ে দক্ষিণে রোমানিয়ার গভীর সমুদ্রবন্দর কনস্তানতায় পৌঁছানো সম্ভব। পরে সেখান থেকে ৫০ হাজার টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন বড় বড় জাহাজে করে এসব খাদ্যশস্য কৃষ্ণসাগর হয়ে বহির্বিশ্বে রপ্তানি করা যায়।

কৃষ্ণসাগরের পথ ব্যবহার করলে এসব পণ্যবাহী রপ্তানির জাহাজ নিরাপদে রোমানিয়া, বুলগেরিয়া ও তুরস্কের উপকূল হয়ে নিরাপদে বসফরাস প্রণালি (এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সরু জলপথ, যা কৃষ্ণসাগরের সঙ্গে মারমারা উপসাগরকে সংযুক্ত করেছে) পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। গেল বছরে এই জলপথে প্রায় দুই কোটি টন খাদ্যশস্য রপ্তানি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, আরও কিছু বিনিয়োগ করা গেলে, এই পথে বছরে সাড়ে তিন কোটি টন পর্যন্ত খাদ্য রপ্তানি করা যেত, যা বিএসজিআইয়ের অধীনে রপ্তানি হওয়া মোট পণ্যের চেয়েও বেশি। আশার কথা, কৃষ্ণসাগর ব্যবহার করে খাদ্যশস্য রপ্তানিতে ইউক্রেনকে অনুমতি দিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। এ কারণে এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কিছু মানুষ মনে করছেন, বিএসজিআই চুক্তিটি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে।

কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে পাঁচ হাজার মুসলমানকে হত্যা করবে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করা এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে ১৫ দিনের সময়সীমা

হয় ক্ষমা চাইতে হবে অথবা অভিযোগ ফিরিয়ে নিতে হবে, অন্যথা আইনের শরণাপন্ন হবে কংগ্রেস

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক অভিযোগ। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক ঘুরিয়ে আনার জন্য কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় এলেই পাঁচ হাজার মুসলমানকে হত্যা করবে বলে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন এই বিধায়ক। দলটির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞের ব্লুপ্রিন্ট রচনা করার আমিনুল ইসলামের এই অভিযোগের ক্ষেত্রে অবশেষে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। এআইইউডিএফ বিধায়ককে আগামী ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। হয় তাকে ক্ষমা চাইতে হবে অথবা অভিযোগ ফিরিয়ে নিতে হবে। অন্যথা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ঘোষণা করেছে কংগ্রেস।

উল্লেখ্য বরপেটার কুয়াকুচিতে শনিবার আযোজিত এক দলীয় কর্মীসভায় অংশ নিয়েছিলেন ধিং বিধানসভা কেন্দ্রের এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। ধুবরী লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা দলীয় সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল এবং স্থানীয় সাংসদ সিরাজউদ্দিন আজমলের উপস্থিতিতে আযোজিত সভায় তিনি বলেছিলেন কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় আসে তাহলে নিম্নতম ৫০০০ মুসলমানকে হত্যা করবে। শুধুমাত্র হিন্দু ভোট ব্যাংক ঘুরিয়ে আনতে কংগ্রেস এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করবে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। এবার এক্ষেত্রে দলীয় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন কংগ্রেসের উপসভাপতি তথা বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার। তিনি বলেন এআইইউডিএফ বিধায়ককে ১৫ দিনের সময়সীমা বেধে দিয়েছে কংগ্রেস। এই সময়সীমার মধ্যে যদি তিনি এক্ষেত্রে ক্ষমা না চান অথবা নিজের অভিযোগ ফিরিয়ে না নেন তাহলে কংগ্রেস আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ফলে অতি শীঘ্র বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে এক্ষেত্রে ক্ষমা চাইতে কিংবা নিজের মন্তব্য ফিরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদার।

এই প্রসঙ্গে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন এআইইউডিএফ মূলত কি করতে চেয়েছে সেটা তারা নিজেরাই জানে না। একদিকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমিনুল ইসলাম মন্তব্য করছেন অন্যদিকে একই দলের আরেক বিধায়ক রাহুল গান্ধীকে ইমেইল পাঠিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্র জোট গঠনের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। এআইইউডিএফ পূর্বে যাচ্ছে না পশ্চিমে, এগিয়ে যাচ্ছে না পিছিয়ে যাচ্ছে সেটা বলা মুশকিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। তবে বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে পরবর্তীকালে মন্তব্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাবধান হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন ২০২১ সালে কংগ্রেসের থেকে যদি এআইইউডিএফ রসদ না পেত তাহলে দলটি এতদিনে ইতিহাস হয়ে যেত। বর্তমান তাদের সঙ্গে কংগ্রেস মিত্র জোট গঠন না করার ফলে এআইইউডিএফ মরিয়া হয়ে নিজেদের বাঁচাতে চাইছে। কারণ কংগ্রেসের সাহায্য না পেয়ে বর্তমান দলটি ইতিহাস হতে চলেছে। ফলে ইতিহাস হওয়ার আগ মুহূর্তে জীবিত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা এআইইউডিএফ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

অন্যদিকে ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। তিনি বলেন এআইইউডিএফ এর সঙ্গে কংগ্রেস মিত্র জোট স্থাপন না করায় বর্তমান দলটি হতাশায় ভুগছে। কংগ্রেস সংক্রান্তে এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামের করা মন্তব্যে এই হতাশার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন সাংসদ গৌরব গগৈ। এই বিষয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির শীর্ষস্থরের নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দলের প্রতিজন নেতাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামের করা মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এর সমালোচনা করেছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস কোনো পরিস্থিতিতে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে কোনো ধরনের মিত্রজোট গঠন করবে না বলে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার তিরঙ্গা যাত্রা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রত্যেক মন্ডলে সোমবার তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত করেছে। যুব প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম এবং সমাজে ঐক্য সংহতির বাতাবরণ গড়ে তোলার জন্য এদিন আযোজন করা তিরঙ্গা যাত্রায় সমাজের প্রত্যেক স্তরের সাধারণ নাগরিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য মরিগাঁও জেলা যুব মোর্চার অন্তর্গত জাগীরোড মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে আযোজিত তিরঙ্গা যাত্রা অংশ নিয়েছেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সিদ্ধাঙ্ক অংকুর বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবজ্যোতি মরাণ। নেলি থেকে জাগীরোড পর্যন্ত আযোজন করা এই তিরঙ্গা যাত্রায় পাঁচ শতাধিক বাইক অংশগ্রহণ করেছে বলে জানালেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার মিডিয়া বিভাগের আব্বায়ক বিশ্বজিৎ খাউণ্ড।

রাজ্যের কেন্দ্র পুনর্গঠন বর্তমান বাস্তব বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

দুমাস একনাগারে প্রশাসনিক কাজ করতে হবে যাবতীয় ব্যবস্থা সাজিয়ে তুলতে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ নির্বাচন কমিশন রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার পর অবশেষে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন রাজ্যের কেন্দ্র পুনর্গঠন বর্তমান বাস্তব। তবে পুনর্গঠনের পর যাবতীয় ব্যবস্থা সাজিয়ে তুলতে এবার দুমাস একনাগারে প্রশাসনিক কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের প্রকাশ করা রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া চর্চা অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি অরাজনৈতিক দল সংগঠনগুলোর নেতারা ও এই বিষয় নিয়ে ব্যাপক তৎপর হয়ে রয়েছেন। শাসক বিরোধী উভয় পক্ষ নিজস্ব দলীয় মতাদর্শ অনুযায়ী নিজেদের প্রতিক্রিয়া তথা এই বিষয় নিয়ে মন্তব্য করেছে। তবে পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের জন্য দুদিন সময় চেয়ে নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অবশেষে সোমবার বিজেপির বিভাজন বিভীষিকা শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে রাজ্যের কেন্দ্র পুনর্গঠন সংক্রান্তে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করলেও সেটা এখনও আনুষ্ঠানিকতা পায়নি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নোটিফিকেশন জারি করবেন। রাষ্ট্রপতি নোটিফিকেশন জারি করার পরেই রাজ্যে কেন্দ্র পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি নির্দেশনাতে পরিণত হবে। রাজ্যের কেন্দ্র পুনর্গঠন বর্তমান বাস্তব বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন এক্ষেত্রে কিছুটা বিরোধ থাকলেও সেটা করে কোনো লাভ হবে না। কারণ কেন্দ্র পুনর্গঠন বর্তমান বাস্তবে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর এবার রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন করণীয় কাজ রয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে ব্লক এবং পঞ্চায়েত গুলোকে ফের একবার পুনর্গঠন করতে হবে। এই সংক্রান্তে টানা দুমাস ধরে একনাগরে প্রশাসনিক কাজ রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতিবাদ ধিক্কার মিছিল

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃকড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরানোর ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শুরু হয় বচসা । ঘটনাস্থলে আসেন সিউড়ি থানার আইসি দেবাশীষ ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী । ঘটনার প্রতিবাদে সিউড়ি একনং ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে ধিক্কার মিছিল করা হয় । বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, তুঘলকি রাজ ঢোল ঢাক নিয়ে বিজেপির লুম্পেন বাহিনী তান্ডব করেছে । ভুল করছে এটা শান্তির বাংলা ।

সিউড়ি পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃএকত্রিশে জুলাই সিউড়ি পৌরসভা চেয়ারম্যান পদ থেকে প্রণব কর ইস্তফা দেওয়ার পর সিউড়ি পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন নয় নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় । জেলা সমাহার্তার উপস্থিতিতে শপথ বাক্যপাঠ করেন । বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়,রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ,সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রণব কর । নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরুট প্রকল্পে জল সমস্যার সমাধান হবে সেইজন্য অ্যাকাউনট খোলা হয়েছে । হাটজনবাজার উড়ালপুলের কাজ দ্রুত শেষ না হলে একমাসের মধ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো ।

বুথস্তরের কমীরা প্রান হাতে নিয়ে পাটি করে ঃ অনুপম হাজরা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ভারতবর্ষের সাতাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সকালে বীরভূম সাংগঠনিক জেলা অফিসে পতকা উত্তোলন করেন বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা । জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা এবং প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল সহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । সাংবাদিকদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা বলেন, স্বাধীন দেশের আমরা পরাধীন নাগরিক । বুথস্তরের কমীরা প্রান হাতে নিয়ে পাটি করে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পার্টি অফিসে পরিনত হয়েছে । সামনে এসএফআই পিছনে তৃনমূলের অনুপ্রেরণা । বিশ্বভারতীতে রেগিং হয় না কিন্তু উপচার্য নিজেকে এতটাই বিদ্বান মনে করেন যে তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পরামর্শ দেন । উনার মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে । কেন্দ্রের নজরে আসার জন্য এইসব করছেন ।

ষোলো আগস্ট শপথগ্রহণ করবেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ষোলো আগস্ট বুধবার বীরভূম জেলাপরিষদের নতুন সভাধিপতি,সহকারী সভাধিপতি সহ নির্বাচিত সদস্যরা শপথগ্রহণ করবেন । শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে জেলাপরিষদ সংলগ্ন ভগত সিং পার্কের মাঠে । মঙ্গলবার সেই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী এবং লাভপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা । বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ বলেন, রাজ্য স্তর থেকে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে । যে নির্দেশ আসবে সেইমতো সবাই মিলে কাজ করবো । বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন উপর থেকে যে নির্দেশ আসবে সেইমতো কাজ করা হবে ।

দেশ বিভাজনের দিনটি ভারতের ইতিহাসের জন্য অন্ধকারের দিন এক অমানবীয় ইতিহাস বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্য বিজেপির উদ্যোগে মহানগরে আযোজন বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ভারত এবং পাকিস্তান বিভাজনের এই দিনটি ভারতের ইতিহাসের জন্য এক অন্ধকারের দিন। দেশ বিভাজন ছিল এক অমানবিক ইতিহাস বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রাজ্য বিজেপির উদ্যোগে মহানগরে আযোজন বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবসে অংশগ্রহণ করে তিনি বলেন এই দেশ বিভাজনের ফলে বহু ভারতীয় পরিবারে দুর্যোগ নেমে আসার পাশাপাশি তাদের জীবন এবং সম্পদ হারিয়ে ভারতীয়রা অবর্ণনীয় দুঃখের সম্মুখীন হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী অভিনে ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব হতো না বলেও মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত পাকিস্তান বিভাজনের ফলে দুর্বিসহ হিংসার বলি হওয়া প্রত্যেক ভারতীয়কে স্মরণ করে অহিংসা এবং সম্প্রীতির সমন্বয়ের ভারত গড়ার সংকল্প নিয়ে সোমবার রাজ্য বিজেপির উদ্যোগে গুয়াহাটি মহানগরের মাছখোয়া আইটিএ প্রেক্ষাগৃহে বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস আযোজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এদিনের দিনটি ভারতের ইতিহাসের জন্য এক অন্ধকারের দিন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশ ভারতকে বিভাজিত করে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক দেশ গঠন করে দিয়েছিল। এই বিভাজন বহু ভারতীয় পরিবারে দুর্যোগ নিয়ে এসেছিল। ভারতীয়দের নিজেদের জীবন এবং সম্পদ হারানোর অবর্ণনীয় দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়েছিল হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন ২০২১ সালের ১৪ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিবছর ১৪ আগস্টের এই দিনটিকে বিভাজন বিভীষিকা দিবস হিসেবে পালন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই বিভাজনের সময় যে ভারতীয় নাগরিকরা অশেষ নির্যাতন তথা মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করায় এই দিবসের তাৎপর্য। বিভাজনের এই বেদনা কখনো ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। বিভাজনের ফলে সৃষ্টি ও ঘৃণা ও হিংসার ফলে বহু রাত্রি ভগ্নি অকালে প্রাণ হারিয়েছিলেন। এই দিবস পালনের মাধ্যমে সামাজিক বিভাজনের ভয়াবহতা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণা দেয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করেছিল। তবে এই স্বাধীনতা ছিল খন্ডিত স্বাধীনতা। গত এক হাজার বছর ভারতীয়দের নানা উত্থান পতনের ইতিহাসে দেশের বিভাজন নিশ্চিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং করুন ঘটনা। বিগত ৮০০ বছর ভারতের বিভিন্ন এলাকায় প্রথমে মুসলমানরা এবং পরে ব্রিটিশরা পরাধীন করেছিল। দ্বাদশ শতকে মোহাম্মদ ঘোরির আক্রমণ এবং উত্তর ভারতে ঘোরির রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতে মুসলমান শাসন আরম্ভ হয়েছিল বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পরবর্তী সময়ে ডাচ বংশ, খিলজী বংশ, টোগলক বংশ, সৈয়দ বংশের সুলতানরা ষষ্ঠদশ শতকে দিল্লির সুলতান হিসেবে ভারতে ইসলাম শাসন বজায় রেখেছিল। ষষ্ঠদশ শতকে বাবর দিল্লিতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশদের আগমনে মূলত উত্তর ভারতে মোগলরা শাসন করে। পরবর্তী ২০০ বছর ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস। দ্বাদশ শতক থেকে কুড়ি শতক পর্যন্ত প্রায় ৮০০ বছর কাল ভারতবর্ষে পরাধীন ছিল। এই ৮০০ বছর বিভিন্ন এলাকা ভারতীয়রা স্বাধীন করেছিলেন অথবা মোঘল তথা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রাম অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। কোন সময়ে ভারতীয়রা পরাধীনতাকে মেনে নিতে পারেননি। ৮০০ বছরের পরাধীনতার কালে বহু বীরপুরুষ এবং নারীর জন্ম হয়েছিল। বহু সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যারা কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে বিভাজনের কোন বিকল্প নেই। দেশে অমানবীয় রক্তপাতের সূচনা, মুসলিম লীগের কার্যকলাপের জন্য অবিভাজিত ভারতের কল্পনা অবাস্তব হয়ে পড়েছিল। তবে বহু ব্যক্তি এই বিভাজন রোধ করা যেতে বলে মন্তব্য করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন মহাত্মা গান্ধীর অভি হনে ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব হতো না। গান্ধীজী সমগ্র ভারত বর্ষ একত্রিত করে বিশ্বে অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন। সেই কথা প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি সংসদের বাইরে ভিতরে প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী গান্ধীকে একজন অবিসংবাদী নেতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। স্বচ্ছতা থেকে সনাতনের সুপরম্পরা পর্যন্ত গান্ধী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল এবং স্বাধীনতার পর কংগ্রেস থাকা উচিত নয় বলে গান্ধীজি মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর বাইরে নেতৃত্ব দেওয়ার মতন কোন ব্যক্তিই ছিলেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধী সর্বদা এক প্রাতস্মরণীয় ব্যক্তি হয়ে থাকবেন। গডছে মহাত্মা গান্ধী কে হত্যা করা টি ক্ষমা করতে না পারার দোষ বলে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন। এটা এক অক্ষমণীয় অপরাধ এবং এই ঘটনা কখনো ভোলা উচিত নয়। প্রধানমন্ত্রী দেখিয়ে যাওয়া পথে অমৃত কালের বিশ্ববিজয়ী ভারত নির্মাণ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন ভারত বিভাজনের ঘটনা শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কুপ্রভাব পড়া দেখা গেছিল। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সেই সময় স্বাধীনতার দাবি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৯৪০ সালে লাহোরে জিন্না নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র দেশ গঠনে সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে পৃথক দেশ গঠিত হয়। ১৯৪২ সালে ক্রিপস মিশনের আগমন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। ক্রিপস ভারতকে সীমিত স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতি ছিল। সেই প্রস্তাব ভারতীয়রা নাকচ করে দেয় এবং এর ফলে ভারতীয় এক আঃেদালনের সূচনা হয় হয় বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ সমাপ্তির পর দেশের অর্থনীতি অধিক অবনতি হয়েছিল। নেভির আঃেদালন, সামরিক বাহিনীর উপর বিশ্বাস হ্রাসের ফলে ব্রিটিশদের একথা ভাবতে বাধ্য করায় যে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার বাইরে অন্য কোন বিকল্প পথ নেই। ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সংসদে ঘোষণা করে যে হয় খন্ডিত ভাবে কিংবা পূর্ণ দেশ হিসাবে ভারতকে ১৯৪৮ সালের জুন এর ভিতরে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। সেই দিন থেকে বঙ্গ বিহার পাঞ্জাব ইত্যাদি এলাকায় তীব্র অশান্তি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হয়। বেঙ্গলে যে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল সেই বিভীষিকার প্রাবল্য এত বেশি ছিল যে সেটা এক প্রকার রক্তের সাগর সৃষ্টি করেছিল। বিভাজনে বিভীষিকার ফলে বহু ব্যক্তিকে দেশান্তরিত হতে হয়েছিল। সেই সময়ের এক অমানবিক ইতিহাস রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

নিজের ভাষণ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দেশ বিভাজনের ফলে হওয়ার নেতিবাচক দিকগুলো আলোকপাত করেন। তিনি বলেন বিভাজন কোনো হিন্দু, শিখ ব্যক্তি চাননি। হিন্দু এবং শিখ একত্রিত হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। বিভাজন জিন্না, সাদুল্লা, ভাসানির মতো নেতা চেয়েছিলেন। বিভীষিকা সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তানের পরিচয় হয়ে পড়েছে। এই দিবস পালনের মাধ্যমে বিভাজনে বিভেষিকা কথাগুলো যাতে স্মরণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই দিবস পালন করা হয়। সেই ধরনের অমানবীয় কার্য যাতে ভারতে কখনো না হয়, এই ভারতবর্ষের মধ্যে পুনরায় খন্ডিত না হয়, এই দেশে যাতে সব সময় শান্তি ও অহিংসা বিরাজ করে থাকে এবং বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে এই দেশটিকে গড়ে তোলা যায় সেই লক্ষ্যে এই দিবস উদযাপন করা হয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা, জিএমসির মেয়র মৃগেন শরণিয়া, উপসভাপতি জয়ন্ত কুমার দাস, বিজুলী কলিতা মেধি, বিজেপির কামরূপ মহানগর জেলার সভাপতি তপন দাস, শ্রীমন্ত শংকরদেব বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ড০ গজেন্দ্র অধিকারী প্রমুখ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ডেটা সুরক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ

কলকাতা ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় সম্ভাব্য সাইবার হামলা মোকাবিলায় তাদের ডেটা বা তথ্যভান্ডার সুরক্ষায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ব্যাংক। একই সঙ্গে ব্যাংকগুলোর অনলাইন লেনদেন, এটিএম বুথের মাধ্যমে লেনদেন, পস মেশিনের মাধ্যমে কেনাকাটার অর্থ পরিশোধের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি করতে বলেছে। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মেইলে বা ওয়েবসাইটে অপরিচিত কোনো ইমেইল বা বার্তা এলে সেগুলোয় ক্লিক না করে ফিল্টার করতে বলেছে। কোনো সমস্যা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকারের কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিমকে (সার্ট) জানাতে বলা হয়েছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় পাঠানো দুই দফা চিঠিতে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট ও পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগ থেকে এ দুটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সূত্র জানায়, ভারতীয় একটি হ্যাকার গ্রুপ ৩ আগস্ট দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অবকাঠামোয় সাইবার হামলা করার হুমকি দেয়। তারা দেশের ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সামরিক অবকাঠামো, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামোতে সাইবার হামলার হুমকি দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সার্ট থেকে সারা দেশে সাইবার সতর্কতা জারি করা হয়। হ্যাকার গ্রুপটি ১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে সাইবার হামলার হুমকি দিলেও সার্ট মনে করছে, যে কোনো সময় বা ১৫ আগস্টের আগে-পরেও তারা এ হামলা করতে পারে।

সার্টের একটি সূত্র জানায়, ১৫ আগস্ট সাইবার হামলার হুমকি দেওয়া হলেও গত জুলাই থেকে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাইবার হামলা চালানো হচ্ছে। তবে এতে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি সূত্র জানায়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সব সময় সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হামলার তথ্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে ভারতীয় সূত্রের উদ্বৃতি দিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, ভারতের যে হ্যাকার গ্রুপটি সাইবার হামলার হুমকি দিয়েছে, তাদের ওয়েবসাইটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সার্ট এ ধরনের কোনো তথ্য জানে না।

বরং তারা ভুয়া কিছু ওয়েবসাইট ও ইমেইল আইডি শনাক্ত করেছে। যেগুলোর মাধ্যমে সাইবার হামলা চালানো হতে পারে। এসব লিংক সার্ট সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে।

সূত্র জানায়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্যভান্ডার বা ডেটা সেন্টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে গ্রাহক ও ব্যাংকের সমুদয় তথ্য রয়েছে। বর্তমানে অনলাইনে সব ব্যাংক লেনদেন করে বলে এই তথ্যভান্ডারের ব্যবহারও বেশি। এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের হিসাব থেকেও টাকা স্থানান্তর করতে পারে অনলাইনে। যে কারণে তথ্যভান্ডারের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের বলা হয়েছে। এজন্য ২৪ ঘণ্টা সার্ভারের তদারকি করতে হবে। বেআইনিভাবে কেউ কোনোভাবেই যেন সার্ভারে প্রবেশ করতে না পারে, সে দিকেও খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে চিঠিতে। একই সঙ্গে তথ্যভান্ডার বা সার্ভারের নিরাপত্তায় সর্বাধুনিক ফায়ারওয়াল বা নিরাপত্তা বেষ্টনীর সফটওয়্যার সংযোজন করতে বলা হয়েছে। এগুলোর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও সুনামদারি ব্র্যান্ড ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এগুলো পরিচালনা ও তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপত্তার জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তুলতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে এটিএম বুথ, পস মেশিন ও অনলাইন লেনদেনে ব্যাংকগুলোকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বুথগুলোয় নজরদারি রাখতে বলা হয়েছে। কেননা এর আগে পস মেশিন ও অনলাইন বুথ থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

সম্প্রতি সরকারি খাতের সোনালী ব্যাংক সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করতে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে। এতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সার্টের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পর্যায়ক্রমে অন্য ব্যাংকগুলোয় এ ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এছাড়া সাইবার সচেতনতা ও দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে সার্ট থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সাইবার ড্রিল আয়োজন করা হচ্ছে। এর বাইরে বিভিন্ন খাতের কর্মী, এমনকি ছাত্রছাত্রীদের নিয়েও সাইবার ড্রিলের আয়োজন করা হচ্ছে।

বড় অঙ্কের অর্থপাচার হুন্ডিতে

ঢাকা ঃ পণ্যের দাম বেশি দেখানো বা ওভার ইনভয়েসিং কমলেও ব্যাপকহারে বেড়েছে পণ্যের দাম কম দেখানো বা আন্ডার ইনভয়েসিং। এতে হুন্ডির মাধ্যমে বড় অংকের অর্থ পাচার হচ্ছে বিদেশে। পাশাপাশি দেশ হারাচ্ছে বিপুল রাজস্ব। ব্যাপক সতর্কতা ও সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর ওভার ইনভয়েসিং নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ মুহূর্তে আন্ডার ইনভয়েসিং নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংকগুলোকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে।

বুধবার বিকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে আয়োজিত ব্যাংকার্স সভায় এ নির্দেশ দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, নির্বাহী পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা ছাড়াও সব ব্যাংকের এমডিরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক সাংবাদিকদের জানান, ওভার ইনভয়েসিং নিয়ন্ত্রণে এলেও এখনো আন্ডার ইনভয়েসিং হচ্ছে। সে বিষয়টা গুরুত্বসহকারে পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিরোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিপুল অঙ্কের খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন গভর্নর। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, চলতি বছরের মার্চ শেষে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩১ হাজার ৬২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যাংক ঋণের ৮ দশমিক ৮০ শতাংশই এখন খেলাপি। গত ডিসেম্বরে এ অঙ্ক ছিল ১ লাখ ২০ হাজার ৬৫৬ কোটি।

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি ব্যাংক ঋণের একক সুদসীমা উঠিয়ে দিয়েছি এবং সেটা সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে সব ব্যাংক। বৈশ্বিক সংকট এখনো বিদ্যমান থাকায় দেশের মূল্যস্ফীতিতে একটি চাপ রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডলার সংকট। সব মিলিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। এক প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্র বলেন, যেসব ব্যাংক নির্ধারিত রেটের বেশি দামে ডলার বিক্রি করছে তাদেরকে অবজারভেশনের মধ্যে রেখেছি। নিশ্চয় অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ব্যাংকের এমডিদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সেলিম আর এফ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, এ মুহূর্তে ব্যাংক খাত অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন গভর্নর। বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা কমে এলেও ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টস ব্যালেন্স এখনো ঋণাত্মক। দ্রুত সময়ের মধ্যে সেটা কিভাবে কমিয়ে আনা যায় তার ব্যবস্থা নিতে বলেছেন তিনি। পাশাপাশি অতিরিক্ত দরে ডলার সংগ্রহ প্রতিরোধ, খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ ভূমিকা এবং ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে।

ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটে রয়েছে কিনা জানতে চাইলে এবিবির চেয়ারম্যান বলেন, তারল্য সংকট রয়েছে। তবে সব ব্যাংক নয়, কয়েকটি ব্যাংকে এ সমস্যা। ব্যাংকগুলোকে সংকট নিরসনে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন গভর্নর।

বৈঠক সূত্র জানায়, দেশের বেসরকারি খাতের ১০ ব্যাংকের পর এবার রাষ্ট্রায়ত্ত চারটি ব্যাংক মিলে ডিজিটাল ব্যাংক গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছে। সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী চারটি ব্যাংক মিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইনে ডিজিটাল ব্যাংকের জন্য আবেদন করবে।

এর আগে দেশের বেসরকারি খাতের ১০ ব্যাংক মিলে ডিজিটাল ব্যাংক করার উদ্যোগ নিয়েছে। একসঙ্গে ১০ ব্যাংক মিলে এ ধরনের উদ্যোগ দেশে এখন পর্যন্ত এটিই প্রথম। ডিজিটাল ব্যাংক করার জন্য একসঙ্গে জোট বা কনসোর্টিয়াম গঠন করেছে সেগুলো হচ্ছে সিটি ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি), ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (ইবিএল), ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড (ডিবিবিএল), ট্রাস্ট ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক (এনসিসিবি), মিডল্যান্ড ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক। ডিজিটাল ব্যাংক গঠনে ১০ ব্যাংকের প্রতিটি সাড়ে ১২ কোটি টাকা করে মোট ১২৬ কোটি টাকা মূলধন জোগান দেবে।

সম্প্রতি দেশে ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এ জন্য আগ্রহীদের কাছ থেকে আবেদনও আহ্বান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এ উদ্যোগের পর দেশের বিভিন্ন ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান, মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতের শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিজিটাল ব্যাংক করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

এর আগে চলতি বছরের ২১ জুন ডিজিটাল ব্যাংক গঠনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। তবে সেই আবেদনের সময় বাড়িয়ে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়।

'আমদানি করলে একটি ডিমের দাম হবে ২০ টাকা'

ঢাকা ঃ ডিম ও মুরগির বাজার মধ্যস্বত্বভোগীর হাতে জিম্মি বলে দাবি করেছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে ডিম আমদানি করলে প্রতিটি ডিমের দাম হবে ২০ টাকা বলে জানিয়েছেন তারা। মুরগি ও ডিমের বাজার এখন মধ্যস্বত্বভোগীরা নিয়ন্ত্রণ করছে। খামার থেকে ডিম ও মুরগি তিন-চার হাত ঘুরে ভোক্তার কাছে যাচ্ছে। এই হাত ঘুরতেই বেড়ে যাচ্ছে দাম। সরকারকে এই মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বৃহস্পতিবার (১৭ আগস্ট) ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত 'পোল্ট্রি শিল্পে সংকট: প্রান্তিক খামারিদের সুরক্ষা ও ডিম-মুরগির উৎপাদন খরচ হ্রাসে করণীয়' শীর্ষক আলোচনাসভায় এ খাতের করপোরেট প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সংগঠনের নেতারা এসব অভিযোগ তোলেন।

সম্প্রতি ডিম-মুরগির দাম বৃদ্ধিতে তাদের কোনো সিন্ডিকেট নেই উল্লেখ করে পোল্ট্রি খাতের করপোরেট প্রতিষ্ঠানের মালিকরা বলেন, মধ্যস্বত্বভোগীরাই দাম বাড়াচ্ছে।

সরকার কেন তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে না? সেটি না করে সরকার ডিম আমদানির কথা বলছে। সরকার যদি ডিম আমদানির অনুমতি দেয় তাহলে দেশের পোল্ট্রি শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এ শিল্প ধ্বংস হলে দেশের মানুষকে ২০ টাকা পিসে ডিম খেতে হবে।

অনুষ্ঠানে ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের সভাপতি শামসুল আরেফিন খালেদ বলেন, বর্তমানে দেশের ডিম মুরগির বাজারের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ প্রান্তিক খামারিদের অংশ। আর ১৫ থেকে ২০ শতাংশ করপোরেট ব্যবসায়ীদের হাতে। এ অবস্থায় কিভাবে করপোরেট ব্যবসায়ীরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করবেন? তিনি বলেন, আমদানিনির্ভর কাঁচামালের ফলে দেশে পোল্ট্রি খাদ্যের দাম বেড়েছে। তাই দাম বেড়েছে মুরগি আর ডিমের।

অ্যাসোসিয়েশন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, গত তিন বছরে পোল্ট্রি খাদ্যের দাম বেড়েছে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। এই দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে মুরগির বাজারে।

তার পরও খামার পর্যায়ে এক কেজি ব্রয়লার মুরগির দাম পড়ে ১৪৫ টাকা। কিন্তু ভোক্তাকে কেন ২০০ টাকায় খেতে হয়? এ জন্য দায়ী মধ্যস্বত্বাভোগীরা। তারাই এই অযৌক্তিক দাম বাড়াচ্ছে। মাঝখানে ৪০ থেকে ৫০ টাকা কারা নিয়ে যাচ্ছে সেটি সরকারকে খুঁজে দেখতে হবে। অ্যানিমেল হেলথ কম্পানি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি সাইমুন হক বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ডলারের দাম বেড়েছে ৩০ শতাংশ। এ জন্য পোল্ট্রি খাদ্য ও ভ্যাকসিনের দাম বেড়ে গেছে। এর প্রভাবেও বাজারে দাম বেড়েছে। ব্রিডার্স অ্যাসেশিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি কাজী মাহিন হাসান বলেন, কয়েকটি কারণে মুরগির দাম বাড়ে। যখন জোগানের চেয়ে চাহিদা বেড়ে যায় তখন বাজার দামে প্রভাব পড়ে। ডিমের উৎপাদন কমে গেছে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক ডিমের যে দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে তা অতিরিক্ত গরমে। গরমের কারণে ডিমের উৎপাদন কমেছে। এর প্রভাবও পড়েছে বাজারে। কিন্তু বড় খামারিদের যে সিন্ডিকেটের অভিযোগ করা হয়, সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মাঝখানে যে তিন-চার হাত বদল হয় তারাই দাম বাড়ায়।

ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

মায়ের দেওয়া কিডনিতে বাঁচল শ্রাবণীর প্রাণ

ঢাকা ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে প্রথমবারের মতো সন্তানের জন্য মায়ের দেওয়া কিডনি সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপন শেষে সুস্থ অবস্থায় হাসপাতাল ছেড়েছে কিডনি গ্রহণকারী ১৭ বছর বয়সী শ্রাবণী ও দাতা ৪৫ বছর বয়সী মনোয়ারা। বৃহস্পতিবার সুপার স্পেশলাইজড হাসপাতালের ষষ্ঠ তলায় এই কিডনি দাতা ও গ্রহীতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। এ সময় তাদের জন্য বিদায়ি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিএসএমএমইউ। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'আজকে আমাদের অন্য রকম একটি দিন। আমাদের সামনে কিডনি দাতা মা ও কিডনি গ্রহীতা মেয়ে হাসিমুখে বসে আছেন। এমন হাসিমাখা মুখ সকল রোগীর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে চাই। সুপার স্পেশলাইজড হাসপাতাল সূত্র জানায়, ফরিদপুরের বাসিন্দা ১৭ বছরের শ্রাবণী দীর্ঘদিন ধরে কিডনি ফেইলর হয়ে অসুস্থ ছিল। তার মা ৪৫ বছর বয়সী মনোয়ারা মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে এসে নিজের একটি কিডনি দান করার সম্মতি প্রদান করেন। কিডনি দাতা ও গ্রহীতার সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষে ১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোলজি বিভাগের রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিটের প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবুর রহমান দুলাল। অ্যানেসথেসিয়া বিভাগের অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ডা. দেবব্রত বনিক, চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবাশীষ বনিক, শিশু কিডনি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আফরোজা বেগম, ইউরোলজি বিভাগের রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিটের অধ্যাপক ডা. তৌহিদ মো. সাইফুল হোসেন দিপু, সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারুক হোসেনসহ ৩১ জন চিকিৎসক এই কিডনি প্রতিস্থাপনের বিভিন্ন চিকিৎসাসেবার কার্যক্রমে অংশ নেন।

মাঠ ও পার্কের উন্নয়ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি পরিবেশবাদীদের

ঢাকা ঃ মাঠ ও পার্কের উন্নয়ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছে পরিবেশবাদী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তারা বলেছেন, সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মাঠ ও পার্কগুলো উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও বেশ কিছু মাঠ ও পার্কের উন্নয়ন কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে শেষ না হওয়ায় সেগুলো বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আবার কিছু মাঠ ও পার্কের কাজ শেষ হলেও অধিকাংশ সময় ঘাস ও বিভিন্ন উপকরণ রক্ষা করতে বন্ধ রাখা হয়। নগরবাসীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় সকল মাঠ ও পার্ক দ্রুত উন্মুক্ত করে দিতে হবে। বৃহস্পতিবার জাতীয় জাদুঘরের সামনে ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, গ্রীন ভয়েজসহ ১৭টি সংগঠনের সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচি থেকে এ দাবি জানানো হয়। ঢাকা আইডিয়াল ক্যাডেট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এম এ মান্নান মনিরের সভাপতিত্বে ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা মো. মিঠুনের সঞ্চালনায় কর্মসূচিতে বক্তৃতা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার জিয়াউর রহমান, রায়েরবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. তাহাজ্জোত হোসেন, বিস্ক্যানের কমিউনিকেশন অফিসার সৈয়দ বোরহানউদ্দিন, ডিডিপির সভাপতি জাকির হোসেন এবং ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবীইং বাংলাদেশের কমিউনিকেশন অফিসার মাহামুদুল হাসান। কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, উন্নয়ন কাজের জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ওসমানী উদ্যান, ফার্মগেট পার্ক, পান্থকুঞ্জ, ফজলে রাব্বী পার্কসহ রাজধানীর বিভিন্ন মাঠ-পার্ক ও উদ্যান বন্ধ রাখা হয়েছে। আবার যে মাঠ-পার্কগুলো উন্নয়নের পর উন্মুক্ত করা হয়েছে তাও বিভিন্ন ক্লাব বা স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলে থাকে। একাডেমিগুলো টাকার বিনিময়ে খেলাধূলা করলেও সাধারণ জনগণের প্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনতিবিলম্বে সকল মাঠ-পার্ক নগরবাসীর জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

বক্তারা বলেন, বিভিন্ন কর্পোরেট কার্যক্রমের জন্য মাঠ-পার্ক ব্যবহার করতে দেয়া হয়, কিন্তু শিশু-কিশোররা মাঠে খেলার অধিকার পায় না, যা তাদের ক্রমে বিপথগামী করে তুলছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতাও মাঠ-পার্কগুলোতে নিশ্চিত করা হয়নি। প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের মতামত গ্রহণ ও এর প্রতিফলন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তারা আরো বলেন, মাঠ-পার্কগুলো উন্নয়নের উদ্যোগে জনমনে যে স্বস্তির সঞ্চার হয়েছিলো, তার প্রতিফলন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না। বিশেষত বাণিজ্যিক স্থাপনাসমূহ গড়ে ওঠায় মাঠ-পার্কের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হচ্ছে। অন্তর্ভূক্তিতা ও প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতের মাধ্যমে মাঠ-পার্কে এলাকাবাসীর অধিকার নিশ্চিতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সম্পাদকীয়

নির্বাচনের ফল পাল্টানোর চেষ্টার অভিযোগ ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২০২০ নির্বাচনের সময় জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে ফেলার চেষ্টার এক অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আনা ১৩টি আনুষ্ঠানিক অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ভয়ভীতি দেখানোর বিরুদ্ধে জর্জিয়ার গুণ্ডামি বিরোধী র‍্যাকেটিয়ারিং আইন লঙ্ঘন করা, সরকারি কর্মকর্তার শপথ লঙ্ঘন এবং জালিয়াতির ষড়যন্ত্র। হোয়াইট হাউজের সাবেক স্টাফ প্রধান মার্ক মেডোস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের আইনজীবী রুডি জুলিয়ানি এবং মার্কিন বিচার বিভাগের সাবেক কর্মকর্তা জেফরি ক্লার্কসহ আরও ১৮ জনের বিরুদ্ধে একই রকম অভিযোগ আনা হয়েছে। ঐ নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিজয় নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা অভিযোগে মি. ট্রাম্প ইতোমধ্যেই ফেডারেল আইনে অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন। সর্বশেষ জর্জিয়ায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের প্রতিক্রিয়ায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট কোনো অন্যায় করার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, আসন্ন নির্বাচনে তার বিজয় ঠেকানোর উদ্দেশ্যেই তাকে হয়রানি করা হচ্ছে। তার পক্ষে প্রচারণায় বলা হচ্ছে,

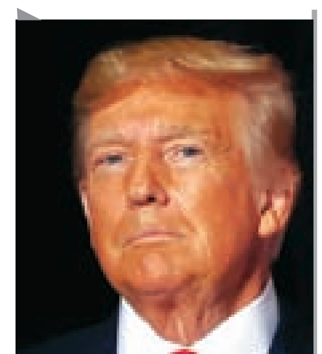

যুক্তরাষ্ট্র এখন একটি মার্কসবাদী তৃতীয় বিশ্বের একনায়কত্বে পরিণত হয়েছে। জর্জিয়ার দুর্নীতি ও সংঘবদ্ধ অপরাধবিরোধী আইন র‍্যাকেটিয়ারিং ইনফ্লুয়েন্সড অ্যান্ড করাপ্ট অর্গানাইজেশনস (রিকো) অ্যাক্টের অধীনে ১৮ জনের বিরুদ্ধে মোট ৪১দফা অভিযোগ আনা হয়েছে। একটি ফোন কলের রেকর্ডিং ফাঁস হওয়ার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাজ্য পর্যায়ে তদন্ত শুরু হয়। ঐ ফোন কলে মি. ট্রাম্প জর্জিয়ার শীর্ষ নির্বাচনী কর্মকর্তাকে ১১,৭৮০টি ভোট খুঁজে বের করতে বলেছিলেন। এই মামলার প্রধান সরকারি কৌঁসুলি জর্জিয়ার ফুলটন কাউন্টির অ্যাটর্নি জেনারেল ফ্যানি উইলিস জানিয়েছেন, ১৯জন আসামীকে একসাথে অভিযুক্ত করা হচ্ছে এবং তাদের আত্মসমর্পণের জন্য ২৫শে অগাস্ট পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। মিজ উইলিস বলেন, মি. ট্রাম্পের কথিত সহযোগীরা প্রেসিডেন্ট পদে আরেকটি মেয়াদ কুক্ষিগত করার এক অবৈধ প্রচেষ্টায় অংশ নিয়েছিলেন। উনিশশো সত্তর সালে পাস হওয়া কঠোর রিকো আইনটি প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মাফিয়া গুণ্ডা চক্রের অপরাধ মোকাবেলার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরে বছরের পর বছর ধরে উচ্চপর্যায়ের অপরাধ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি সহ অন্যান্য অপরাধের বিচার করতে আইনটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মি. ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে রয়েছে একজন সরকারি কর্মকর্তাকে তার শপথ লঙ্ঘনের জন্য অনুরোধ করা, একজন সরকারি কর্মকর্তার ছদ্মপরিচয় ব্যবহারের ষড়যন্ত্র করা, জালিয়াতির ষড়যন্ত্র করা, মিথ্যা বিবৃতি দেয়ার ষড়যন্ত্র করা এবং মিথ্যা দলিল তৈরি এবং জমা দেয়ার ষড়যন্ত্র করা। জর্জিয়ার আইন অনুযায়ী আসামীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সাধারণত আনুষ্ঠানিকভাবে আদালতে পড়ে শোনানো হয়। সেক্ষেত্রে মি. ট্রাম্পকে সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে হবে কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয়। তাকে আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে হবে যে তিনি অভিযোগ স্বীকার করছেন কিনা। তবে তার আইনজীবী আদালতের কাছে এটি মওকুফ করার আবেদন জানাতে পারেন, যাতে উপস্থিত না থেকেই তিনি দোষ অস্বীকার করতে পারেন। এই মামলায় মি. ট্রাম্পকে জামিন দেয়া হবে কিনা সেই সিদ্ধান্তও নেয়া হবে আদালতে। বিচারের সময় আদালতে হাজির থাকা এবং অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার শর্তে আদালত তাকে জামিনে মুক্তি দিতে পারে। ফুলটন কাউন্টির শেরিফ প্যাট ল্যাবট জানিয়েছেন, পুলিশী হেফাজতে নেয়ার পর আসামী হিসেবে মি. ট্রাম্পের ছবি তোলা হবে। এরপরও কি মি. ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে লড়তে পারবেন?এর সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে, হ্যাঁ। যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার পরও কোনও ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন। এর সর্বসাম্প্রতিক উদাহরণ হল জর্জ ডব্লিউ বুশ, মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর জন্য যিনি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে একে সামান্য অপরাধ হিসেবে ধরা হয়, কিন্তু এরপরও তিনি পরপর দুই মেয়াদে হোয়াইট হাউসে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মুক্তি যোদ্ধাদের আদর্শকে আত্মসাৎ করা প্রয়োজন ঃ ডক্টর জটাশংকর পান্ডে

নিমডিহ ব্লকে অবস্থিত নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআই'এ ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্যালুট দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জটাশঙ্কর পান্ডে বলেন, এই দিনটি শুধুমাত্র আমাদের দেশের ইতিহাসেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি আমাদের আত্মার স্বাধীনতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় এবং প্রেম ও উৎসর্গের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে আমাদের দেশের দিকে। স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় আমাদের দেশের মহান মুক্তিযোদ্ধা ও মহান নেতাদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করার জন্য, যারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই দিনে আমাদের তাদের মহানুভবতা এবং বীরত্বকে স্মরণ করা উচিত, যাতে আমরা তাদের সংগ্রাম বুঝতে পারি এবং তাদের স্বপ্ন পূরণের সংকল্প করতে পারি। আমাদের দেশের স্বাধীনতার পথটি খুব কঠিন ছিল, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের শক্তি এবং সংকল্প দেখিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বোস, ভগত সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো মহান নেতারা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন। তাদের সংগ্রাম, তাদের আত্মত্যাগ আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে যে দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। স্বাধীনতার এই মহান দিনে আমরা এটাও মনে রাখি যে আমাদের স্বাধীনতা মানে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, আমাদের চিন্তা, বিশ্বাস ও কর্মের স্বাধীনতাও। এই অনুষ্ঠানে প্রিন্সিপাল জয়দীপ পান্ডে, অধ্যাপক সতীশ কুমার, অধ্যাপক রাহুল কুমার, প্রশিক্ষক শান্তি রাম মাহতো, অ্যাডভোকেট নিখিল কুমার হরি নারায়ণ সাহু পবন মাহতো অজয় মণ্ডল, সুরজ দাস, কৃষ্ণ পদ মাহাতো, ধরণী দাস, গৌরব মাহতো, নিমাই মণ্ডল, শিশুমতী, দেব কৃষ্ণ মাহাতো, নির্মল কুম্ভকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সুধীর গোরাই
প্রাবন্ধিক

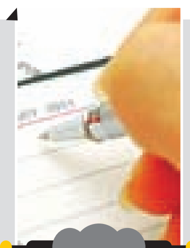

ভারত ভাগের সময় যেভাবে বিশ্বযুদ্ধের বিমান কাজে এসেছিল

সৌতিক বিশ্বাস

ভারত ও পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী বিভাজন নিয়ে রচিত তমস (আঁধার) উপন্যাসে লেখক ভীষ্ম সাহনি একটি হিংসাবিধ্বস্ত গ্রামের বদলে যাওয়ার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যে গ্রামটির ওপর দিয়ে একটি বিমান তিনবার চক্কর কেটে গেল।

ওই উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল ১৯৭৪ সালে।

মানুষজন বেরিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে যেন মারামারি কাটাকাটি শেষ হয়ে গেছে, আর এখন মৃতদেহগুলো সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। সবাই তাদের বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিজেদের জামাকাপড় আর অস্ত্রশস্ত্রের কত কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেই হিসাব মেলাতে বসল।

উপমহাদেশকে ভাগ করে দুটো স্বাধীন দেশ - ভারত আর পাকিস্তান হওয়ার পরে যে গণহত্যা হয়েছিল, তারই একটা কাল্পনিক বিবরণ লিখেছিলেন ভীষ্ম সাহনি। দেশভাগের পরে যে ধর্মীয় দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, তা প্রায় দশ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল, ছিন্নমূল হয়েছিলেন এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষ।

ইতিহাসবিদ আশিক আহমেদ ইকবাল বলছেন, হিংসাদীর্ণ গ্রামগুলির ওপর দিয়ে এই বিমানের উড়ে যাওয়ার কাহিনীতে সম্ভবত বাস্তবের প্রতিফলন ঘটেছিল।

বিমানের উপস্থিতিই একদিক থেকে হিংসা ছড়ানোর ক্ষেত্রে একটা বাধা হয়ে উঠেছিল। বিমানের উড়ে যাওয়ার ফলে ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত আর গ্রামের মানুষ প্রতিরোধ করার সময় পেত।

'দ্য এরোপ্লেন অ্যান্ড দ্য মেকিং অফ মডার্ন ইন্ডিয়া' বইতে মি. ইকবাল লিখেছেন, ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে ভারত আর পাকিস্তান এই দুটি স্বাধীন দেশ তৈরির সময়ে বিমানগুলি একটা ছোট, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছিল।

ভারত ও পাকিস্তান থেকে যে এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে অন্য দেশে পালিয়েছিলেন, তাদের সিংহভাগই রেলে, গাড়িতে বা গরুর গাড়িতে অথবা পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। মি. ইকবাল বলছেন, হাজার পঞ্চাশেক মানুষ, মোট ছিন্নমূল হওয়া মানুষের এক শতাংশেরও কম, তাদের এক সরানো হয়েছিল বিমানে করে। নাগরিকদের দেশ বদল ১৯৪৭ এর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর, মাত্র তিনমাসের মধ্যেই মোটামুটি ভাবে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

উদ্বাস্তুদের ওপরে আকাশপথে নজরদারি

ব্রিটিশ ভারতের বিমান বাহিনী বা রয়্যাল ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্স দেশভাগের সময় বিশৃঙ্খলা থামাতে আর উদ্বাস্তুদের সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, লিখেছেন মি. ইকবাল।

প্রতিদিন সকালে বিমানগুলি 'মিশনে' উড়ত। উদ্বাস্তুদের ট্রেনগুলিকে জনতার সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে যেমন রক্ষা করত এই বিমানগুলি, তেমনই আবার কোনও নাশকতা ঘটিয়ে লাইনের কোনও ক্ষয়ক্ষতি কেউ করেছে কী না, তার ওপরেও নজরদারি চালাত।

পাঞ্জাবের ওপর দিয়ে ওড়ার সময়ে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি বিমানের নজরে আসে এক অদ্ভুত দৃশ্য 'প্রায় ত্রিশ হাজার উদ্বাস্তু পায়ে হেঁটে সীমান্তের দিকে এগোচ্ছিলেন। উদ্বাস্তুদের ওই মহামিছিলটি প্রায় ৪০কিলোমিটার দীর্ঘ ছিল, লিখেছেন মি. ইকবাল।

ওই বিমানগুলি আবার উদ্বাস্তুদের আক্রমণ করার জন্য ওঁত পেতে থাকা সশস্ত্র জনগোষ্ঠীগুলিকেও খুঁজে পেয়ে টহলরত সেনাসদস্যদের সতর্ক করে দিয়েছে। বিমানগুলি নীচু দিয়ে ওড়ার সময়ে জ্বলেপুড়ে যাওয়া গ্রামগুলি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে সেই বিবরণ রেকর্ড করেছে, আবার পাঞ্জাবের খালগুলিতে মৃতদেহ ভেসে যেতেও দেখা গেছে বিমান থেকে।

তবে বিমানের ভূমিকা এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আরআইএএফের বিমানগুলি মূলত বহুপরীক্ষিত ডাকোটা বিমানের বহর, দিল্লি থেকে করাচীতে কলেরার ওষুধের ১৫ লক্ষ ডোজ পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছিল যাতে অস্বাস্থ্যকর শরণার্থী শিবিরগুলিতে মহামারী ছড়িয়ে না পড়ে। বিমান থেকে শরণার্থীদের জন্য রান্না করা খাবার, চিনি ও তেলও ফেলা হত।

মি. ইকবাল লিখেছেন, ভারত আর পাকিস্তান উভয় দেশই এই বিমানগুলি ব্যবহার করেই লিফলেট ছড়িয়ে দিয়ে সহিংসতা বন্ধ করার জন্য দাঙ্গাকারীদের সতর্কবার্তা দিত।

আবার আরআইএএফ পাকিস্তানের দূরবর্তী অঞ্চল, যেমন মুলতান, বান্নু বা পেশোয়ারের মতো এলাকায় আটকে পড়া অমুসলিমদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে এসেছে।

তালেবান ২০২১ এর অগাস্টে আফগানিস্তান দখল করে নেওয়ার পরে দেশ ছেড়ে পালাতে মরিয়া আফগানরা যেভাবে কাবুল বিমানবন্দরে সামরিক বিমানগুলির পাশে দৌড়তেন বা বিমানগুলি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতেন, দিল্লি ও পাঞ্জাবের বিমানবন্দরগুলিতেও ১৯৪৭ সালে অনেকটা সেরকমই মরিয়া প্রচেষ্টার ছবি দেখা যেত।

ইকবাল লিখেছেন, এয়ারস্ট্রিপের কাছাকাছি শিবিরে বসবাসকারী শরণার্থীরা অনুমতি পেলেই বিমানের দিকে দে।ড় লাগাতেন। বিপদ থেকে পালানোর জন্য মরিয়া যাত্রীরা বিমানে ওঠার জন্য বিমানকর্মীদের সোনা আর নগদ অর্থ ঘুষও দিতেন।

টিকিটের দাম ছিল অনেক বেশি। যাত্রীদের খুব কম মালামাল নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হত। হায়দ্রাবাদ থেকে পাকিস্তানে যাওয়া এক নারী যাত্রীর বর্ণনা আছে, যিনি শুধুমাত্র কোরান নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, বা আরেক দল যাত্রী বাচ্চাদের একটা ভাঙ্গাচোরা বেতের চেয়ার বা কেউ একটা অসুস্থ টিয়াপাখি নিয়ে বিমানে উঠেছেন, সেই বর্ণনাও আছে।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে প্লেনগুলি কানায় কানায় ভর্তি থাকত। আসন আর কার্পেট সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে যত সম্ভব তত যাত্রী তোলা যায়। ডাকোটা ডিসি৩ প্লেনগুলির ধারণক্ষমতা ছিল ২১ জন, কিন্তু কখনও তার থেকে পাঁচগুণ বেশি লোকও নিয়ে উড়ত বিমানগুলি।

একটি বেসরকারি বিমান সংস্থার একজন প্রযুক্তিবিদকে পাইলট তার মুঠিতে পরার জন্য একটা ধাতব 'পাঞ্চ' দিয়েছিলেন যা দিয়ে তিনি ভিড় সামলাতে পারেন।

তিনি ঘুষি মারতে মারতে বিমানের দরজার দিকে এগিয়ে যেতেন বিমানটির নীচের অংশের পিনগুলি সংগ্রহ করে দরজা শক্তভাবে এঁটে দিয়ে আবার ঘুষি মারতে মারতেই ফিরে আসতেন, লিখেছেন আশিক আহমেদ ইকবাল।

প্রচণ্ড ভিড়, বিমানের অত্যধিক ব্যবহার এবং বিমানবন্দরে দুর্বল নিরাপত্তা সত্ত্বেও যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তা এক আশ্চর্যের বিষয়।

দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে বিমান নামার আগেই রানওয়েতে উদ্বাস্তুদের ভিড় লেগে যেত। কিন্তু 'অন্য দেশ'-এর বিমানকর্মীদের সঙ্গে প্রশাসন খুব একটা সহযোগিতা করত না, তাদের সাহায্যে এগিয়েও আসত না।

ভারতে, ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে ১১৫ টি বেসামরিক বিমান ছিল, যেগুলি ১১টি বেসরকারি সংস্থা চালাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অসামরিক বিমান পরিবহনে অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি হয়, কারণ মার্কিন বিমানবাহিনীর ছেড়ে যাওয়া ডগলাস ডিসি৩ ডাকোটা বিমানগুলি ভারতীয় কোম্পানিগুলো সস্তায় কিনে নিয়েছিল।

কিন্তু বিমানের যোগান থাকলেও তেমন চাহিদা ছিল না, তাই লাভও হত কম।

যেসব বেসামরিক বিমান নির্দিষ্ট রুটে উড়ছিল না, সেগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল দেশভাগের সময়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে উদ্বাস্তুদের পরিবহনের জন্য। এগুলির মধ্যে দশটি বিমান সরকারকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়।

কিন্তু বেসামরিক বিমান পরিচালনাকারীরা এই ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযানের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি।

এই 'অসম্ভব কাজটি'র জন্য তারা নিজেদের বিমান আর বিমানকর্মীদের জীবনের ঝুঁকি নিতে অস্বীকার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিদেশ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়।

ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশনের ২১টি বিমান ১৫ দিন ধরে দিনরাত উড়ে ৬৩০০ জনকে দিল্লি থেকে করাচী পৌঁছিয়ে দেয়। এই বিমানগুলি ৪৫ হাজার কিলোগ্রাম খাদ্য সামগ্রী, তাঁবু এবং টিকা নিয়ে আসে দিল্লি বিমানবন্দরে আটকিয়ে পড়া মুসলিম শরণার্থীদের জন্য।

ব্রিটিশ নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য রয়্যাল এয়ার ফোর্সের যে দুটি বিমান কাজে লাগানো হয়েছিল, সেগুলি দিয়েই আবার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১২,০০০ মানুষকে পরিবহন করা হয়।

আশিক আহমেদ ইকবাল লিখেছেন, এদের মধ্যে মাত্র ২৭৯০ জন ছিলেন ব্রিটিশ কর্মচারী, বাকিরা ছিলেন রেলওয়ে, ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্মচারী, নাগরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে যাদের মাঠ পর্যায়ে গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল।

এই প্রচেষ্টা যে যথেষ্ট নয়, সেটা ১৯৪৭ সালের অক্টোবরেই বুঝতে পেরেছিল ভারত।

এরপর শুরু হয় 'অপারেশন ইন্ডিয়া।'

অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে, আটটি ব্রিটিশ সংস্থার কাছ থেকে ২১টি ডাকোটা বিমান লিজ নেওয়া হয়েছিল। এগুলির মাধ্যমেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রায় ৩৫,০০০ মানুষ আর ১৫ লক্ষ পাউন্ড ওজনের যাত্রীদের মালপত্র পরিবহন করা হয়েছিল। এই কাজের জন্য ১৭০ জন কর্মীকে যুক্তরাজ্য থেকে ভারতে আনা হয়েছিল।

ভারতের বিমান সংস্থাগুলি অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হচ্ছিল, তাই দুই সরকারকেই ব্রিটিশ সংস্থার বিমান ভাড়া করে আনতে হয়েছিল।

বিমান ব্যবহার করার ফলে স্বাধীনতার পরের গুরুত্বপূর্ণ কয়েক মাসের মধ্যেই স্বাধীন ভারত গঠনের কাজ দ্রুততর করা গিয়েছিল, লিখেছেন আশিক আহমেদ ইকবাল।

সাময়িকী

কেন লিবিয়া হয়ে বিপজ্জনক পথে ইউরোপে যাচ্ছে পাকিস্তানিরা

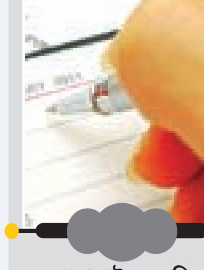

ক্যারোলাইন ডেভিস
কলামিস্ট

ইউরোপে কাজ পেতে হাজার হাজার পাকিস্তানি 'লিবিয়া রুট' ব্যবহার করছে। এই পথে ইউরোপে যেতে হলে নৌকায় সাগর পাড়ি দিতে হয়। এ পথ কতটা বিপজ্জনক - তা বোঝা যায় জুন মাসের একটি ঘটনায়, যখন গ্রিসের উপকূলে একটি অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই নৌকা ভূমধ্যসাগরে ডুবে গেলে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। এ বছর প্রায় ১৩,০০০ পাকিস্তানি এজন্য মিশর ও লিবিয়ার উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়েছে। তাদের বেশি ভাগই ফেরেনি। এর মধ্যে ছিল ফরহাদ ও তৌহিদ নামের দুই তরুণ। তাদের মায়ের কাছে শেষ বার্তা ছিল দুশ্চিন্তা না করার। পাঞ্জাব প্রদেশের একটি থানা। ভ্যাপসা গরম পড়েছে, তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একটু বাতাসও বইছে না। ঘাম গড়াচ্ছে আমাদের পিঠ বেয়ে, আর থানার কর্মকর্তাটির কপালও ঘামে চকচক করছে। একটা খোলা করিডোর দিয়ে কয়েকটা কাগজপত্রে ঠাসা কক্ষ পেরিয়ে আমাদের আনা হলো একটা ছোট সেলে। তার সিমেন্টের মেঝেতে ১৬ জন পুরুষ পাশাপাশি বসা। কুঠরিটির শিকের দরজার বাইরে একটি ফ্যান ঘুরছে। নিচু একটা দেয়ালের ওপাশে দেখা যাচ্ছে একটা টয়লেট। আটক লোকগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ - তারা মানব পাচারের সাথে জড়িত। গত ১৪ই জুন লিবিয়া থেকে গ্রিসে যাবার পথে সাগরে ডুবে যায় একটি অভিবাসীতে ভর্তি নৌযান। তাতে প্রায় ৩০০ জন পাকিস্তানি আরোহী নিখোঁজ হয় - যাদের সবাই ডুবে মারা গেছে বলেই আশংকা করা হচ্ছে। আটক লোকেদের অধিকাংশই ধরা পড়েছে ওই ঘটনার সাথে সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগে। নিখোঁজ ৩০০ জনের মধ্যে ছিল ফরহাদ ও তৌহিদও - যাদের বয়স যথাক্রমে ১৫ ও ১৮ বছর। আমরা জানতে চাইলাম এই লোকদের মধ্যে কেউ আমাদের সাথে কথা বলতে চায় কিনা। বেশির ভাগই আমাদের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। তবে একজন লোক উঠে দাঁড়ালো - তার নাম হুসেইন শাহ। গত এক দশক ধরেই তিনি একজন মানব পাচারকারী, এবং এ নিয়ে তৃতীয় বারের মতো গ্রেফতার হয়েছেন তিনি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ - ১৪ই জুনের জাহাজডুবিতে তিনি বড় ভূমিকা পালন করেছেন। তবে তা অস্বীকার করছেন হুসেইন শাহ।

এখানে বেকারত্ব এত বেশি যে লোকে নিজে থেকেই আমাদের বাড়িতে এসে জানতে চায়, আমি এমন কাউকে চিনি কিনা - যে তার ভাই ও ছেলেদের বিদেশে নিয়ে যেতে পারবে - বলছেন তিনি। তার ধারণা, এত বছর ধরে মানব পাচারের কাজ করার ফলে তিনি হাজার হাজার লোককে নিয়ে গেছেন। আমি এ কাজ শুরু করেছিলাম কারণে এখানে আর কোন ব্যবসা নেই। এ কাজে আমি প্রধান ভূমিকায় নেই। বরং লিবিয়াতে যারা বসে আছে তারাই বিরাট লোক, অনেক ধনী। আমরা অর্থের সিংহভাগ পাই না। এমনকি দশ ভাগের এক ভাগও নয়। এভাবে যেতে গিয়ে যারা মারা গেছেন তাদের জন্য কি তার কোন অপরাধবোধ কাজ করে না? এ প্রশ্ন করতে হুসেইন শাহের গলার স্বর পাল্টে গেল। আমি দুঃখ বোধ করি, আমরা সত্যিই লজ্জিত। কিন্তু আমরা কি করবো? আমি যদি না করি তাহলে অন্য কেউ এ কাজ করবে।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন গুরুতর সংকটাপন্ন। মুদ্রাস্ফীতি প্রায় ৪০ শতাংশ, দেশটির মুদ্রা রুপির মূল্যমান ক্রমাগত নামছে। একারণে অনেকেই চাইছে বিদেশে চলে যেতে - সেখানে নিম্ন বেতনের কাজ করলেও তা হবে দেশে থেকে তারা যা আয় করবে তার চেয়ে বেশি। গত বছরের শেষ দিকে করা এক জরিপে দেখা গেছে, পাকিস্তানে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সের তরুণদের ৬২ শতাংশই দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়। এর মধ্যে কিছু আছে যারা বৈধ পথে বিদেশে যাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু অন্যরা বের করে নেবে 'বিকল্প পথ' । অবৈধ অভিবাসন এমন একটি জিনিস যার সংখ্যা নিরুপণ করা খুবই কঠিন । কিন্তু পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ আমাদের বলেছে যে সাম্প্রতিক গ্রিসের জাহাজ ডুবি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে পাকিস্তানিদের জন্যে আজকাল সবচেয়ে জনপ্রিয় রুট হচ্ছে এটাই - বিমানে দুবাই হয়ে মিশর বা লিবিয়া, তার পর পূর্ব লিবিয়া থেকে একটা বড় নৌকায় করে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ।

জানা অজানা

যদি সকল ধর্মের মানুষ রামকৃষ্ণ দেবের কথা শুনতো তবে ধর্মের নামে এতো রক্তপাত হতো না

সুনীল কুমার দে

যদি সকল ধর্মের মানুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথা শুনতো তাহলে এই পৃথিবীতে ধর্মের নামে এতো রক্তপাত হতো না।ধর্মের নামে এতো মারপিঠ,দাঙ্গা হাঙ্গা,হিংসা, হত্যা হতো না।কেন, ধর্ম সম্মন্ধে কি বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ?তিনি বলেছেন,,বিভিন্ন নদী বিভিন্ন পথে গিয়ে যেমন একই সাগরে মিলিত হয় তেমনি এই পৃথিবীতে সব ধর্মের মানুষ বিভিন্ন পথে ও মতে সাধনা করে একই ঈশ্বর কে লাভ করে।এক রাম তার হাজার নাম।ঈশ্বর এক নাম ও রুপ অনেক।কেউ তাকে ভগবান বলে,কেউ তাকে আল্লা কেউ আবার কেউ তাকে গড বলে।কেউ আবার তাকে শিব,হরি, কালী,কৃষ্ণ,রাম ও ব্রহ্ম বলে।যেমন একটি পুকুরে তিনটি ঘাট আছে।হিন্দুরা এক ঘাটে জল নিচ্ছে আর বলছে জল,মুসলমানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে তারা বলছে পানী আর খ্রিস্টানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে তারা বলছে ওয়াটার।একই জল কিন্তু বিভিন্ন লোক তাকে বিভিন্ন নামে ডাকছে।ভগবানের বেলায় ও ঠিক তাই।ঈশ্বর এক ও অভিন্ন।রামকৃষ্ণ দেব এ সব জীব কেবল মুখে কেউ শান্ত হন নি।তিনি সাধনা করে দিখিয়ে দিয়ে গেছেন।আজ পর্যন্ত মানুষ যে ধর্ম মতে ও যে ধর্ম পথে গিয়ে সাধনা করে ঈশ্বর কে লাভ করেছেও উপলব্ধি করেছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সব মত ও পথে গিয়ে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করে বলেছেন,,অনন্ত সাগরে যাওয়ার অনন্ত যে পথ।যত মত তত পথ।তিনি হিন্দুদের সাকার ও নিরাকারের সাধনা করেছেন,তন্ত্র মতে,বৈষ্ণব মতে ও শাক্ত মতে,রামাইত, গানপত্য মতে ও বেদান্ত মতে সাধনা করেছেন।তিনি ইসলাম সাধনা ও খ্রিস্টান সাধনা করেছেন।তিনি সাক্ষ্যাত মা কালী কে দর্শন করেছেন,তাকে নিজের হাতে খাইয়েছেন,তার সাথে কথা বলেছেন।সাধনার শেষে তার সহধর্মিনী মা সারাদামনি কে পুজোর আসনে বসিয়ে মাতৃজ্ঞানে পুজো করেছেন ও তাকে মা বলে ডেকেছেন।পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনা বিরল।তিনি হিন্দুর কাছে হিন্দু,মুসলমানের কাছে মুসলমান,খ্রিস্টানের কাছে খ্রিস্টান।আবার তিনি বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব,শাক্তের কাছে শাক্ত,শৈবের কাছে শৈব আবার নিরাকার বাদীদের কাছে নিরাকার বাদী।তিনি গৃহী ও সন্ন্যাসীর বিবাদ ভঞ্জন করেছেন,তিনি ভক্ত ও জ্ঞানীর বিবাদ ভঞ্জন করেছেন,তিনি ভক্তি,কর্ম,জ্ঞান ও যোগের বিবাদ ভঞ্জন করেছেন।

পাঠকের চিঠি

অবতারদের মৃত্যু দিবস পালন করতে নেই

ভগবানের অবতারদের মৃত্যু হয় না,তাঁরা লীলা সম্বরণ করেন ও স্থূল দেহ পরিত্যাগ করেন তাঁদের লীলা কার্য্য শেষ হয়ে গেলে।তাঁরা সুক্ষ দেহে বিরাজ করেন।প্রয়োজনে ভক্তদের দেখা দেন।তাই তাঁদের মৃত্যু দিবস পালন করতে নেই।

আজ ১৬ই আগস্ট অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের ১৬ ই আগস্ট ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করেছিলেন অর্থাৎ মানব দেহ ত্যাগ করেছিলেন।এটা কে তাঁর মৃত্যু বলা হয় না।তিনি শুধু অবতার নন স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় অবতার বরিষ্ঠ ছিলেন তাই তাঁর মৃত্যু হয় নি তিনি লীলা সম্বরণ করেছেন।তিনি সুক্ষ দেহে ছিলেন এবং আজ ও আছেন।দেহ যাওয়ার পর বহু ভক্ত কে তিনি শশরীরে দর্শন দিয়েছিলেন ও আজ ও দেখা দেন।তাঁর দেহ রাখার পর তাঁর সহধর্মিনী মা সারদা দেবী বিধবার বেশ ধারণ করে শাখা খুলতে যাচ্ছিলেন তখন ঠাকুর তাঁকে দর্শন দিয়ে তাঁর হাত ধরে বলেছিলেন,,,তুমি হাতের বালা খুলছো কেন,বিধবা হবে কেন,আমি কি মরে গেছি।এই তো আমি জীবিত আছি।আমি শুধু এ ঘর থেকে ও ঘরে গেছি মাত্র।মা ঠাকুরের দেখা পেয়ে বালা খুলে বিধবা হওয়ার বাসনা ত্যাগ করলেন। তাই অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ মরেন নি তিনি আজও সুক্ষ শরীরে আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন তাই তাঁর মৃত্যু দিবস হয় না বা তাঁর মৃত্যু দিবস পালন করতে নেই।তাঁর কেন কোনো অবতার পুরুষেরই মৃত্যু দিবস পালন করতে নেই।

সুনীল কুমার দে ,পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

ব্রিটিশ নিরাপত্তার জালে আটক রাশিয়ার তিন সন্দেহভাজন গুপ্তচর

লন্ডন ঃ ব্রিটেনে রাশিয়ার পক্ষ হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে তিনজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং একটি বড় মাপের নিরাপত্তা তদন্তের পর এদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়েছে বলে বিবিসি জানতে পেরেছে।

আসামীরা সবাই বুলগেরিয়ার নাগরিক এবং গত ফেব্রুয়ারি মাসে আটক করার পর থেকে তাদের নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

আটকদের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক অভিপ্রায়ে ব্যবহারের জন্য পরিচয়পত্র রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে এবং অভিযোগ করা হয়েছে যে সেগুলো জাল ছিল জেনেও তারা এসব দলিল তাদের কাছে রেখে দিয়েছিলেন।

অভিযোগ করা হয়েছে, এই তিনজন রুশ গুপ্তচর সংস্থার পক্ষ হয়ে কাজ করতেন। তাদরে কাছ থেকে যেসব কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ব্রিটেন, বুলগেরিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, গ্রীস এবং চেক প্রজাতন্ত্রের পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র এবং অন্যান্য নথি।

ব্রিটেনের সরকারি গোপনীয়তা আইনের আওতায় অপরাধের সন্দেহে ফেব্রুয়ারিতে গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে ছিলেন এই তিনজন।

লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিট, যাদের কাজ ব্রিটেনে বিদেশি গুপ্তচরদের খুঁজে বের করা, তার গোয়েন্দারা এদের আটক করেছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়েছে এরা হলেন ঃ নরফোকের গ্রেট ইয়ারমাথ থেকে আটক অরলিন রুসেভ (৪৫), উত্তরপশ্চিম লন্ডনের হ্যারো এলাকা থেকে আটক বিজার জাম্বাজভ (৪১) এবং হ্যারোর একই ঠিকানার ক্যাট্রিন ইভানোভা (৩১)।

এদের এখনও পুলিশের হেফাজতে রাখা হবে এবং পরে কোনো এক তারিখে এদের ওল্ড বেইলির আদালতে হাজির করা হবে।

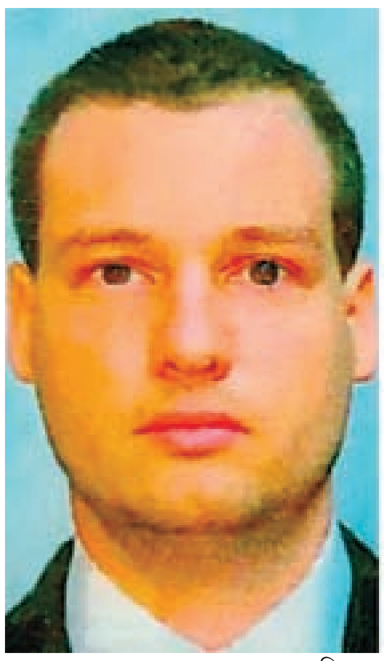

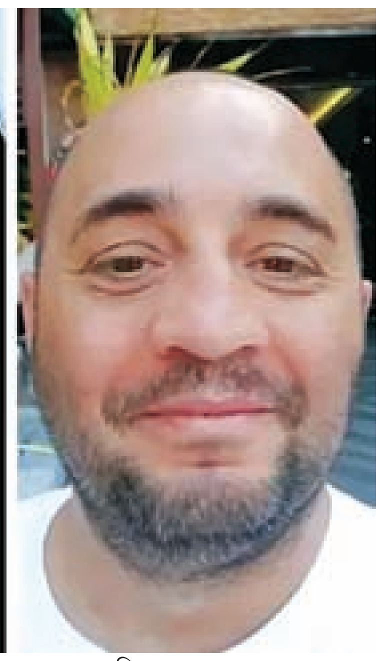

এই তিন জন বছরের পর বছর ধরে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছেন এবং শহরের বেশ কয়েকটি এলাকার বাড়িতে বসবাস করেছেন।

মি. রুসেভ এক সময় রাশিয়ার সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করেছেন।

তিনি ২০০৯ সালে ব্রিটেনে আসেন এবং তিন বছর ধরে আর্থিক খাতে প্রযুক্তিগত ভূমিকায় কাজ করেন।

তার অনলাইন লিঙ্কডইন প্রোফাইলে বলা হয়েছে, পরবর্তীকালে তিনি সিগন্যাল ইংটেলিজেন্সের সাথে জড়িত একটি ব্যবসার মালিক ছিলেন, যে প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল যোগাযোগ কিংবা ইলেকট্রনিক সিগন্যালে আড়ি পাতা।

মি. রুসেভ, যার সাম্প্রতিক ঠিকানা গ্রেট ইয়ারমাউথের একটি সমুদ্রতীরবর্তী গেস্টহাউস, তিনি আরও বলেছেন যে তিনি একসময় বুলগেরিয়ার জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন। মি. জাম্বাজভ এবং মিজ ইভানোভাকে তাদের হ্যারোর বাড়ির প্রাক্তন প্রতিবেশীরা দম্পতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

মি. জাম্বাজভকে বর্ণনা করা হয়েছে হাসপাতালের ড্রাইভার হিসাবে, আর মিজ ইভানোভা তার অনলাইন লিঙ্কডইন প্রোফাইলে নিজেকে একটি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ব্যবসায় ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এই দু'জন প্রায় এক দশক আগে ব্রিটেনে আসেন এবং প্রবাসী বুলগেরিয়ানদের ব্রিটিশ সমাজের সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিএর সাথে পরিচয় ঘটানোর জন্য তারা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন।

আগামী বছর জানুয়ারি মাসে ওল্ড বেইলি আদালতে এই তিন আসামীর বিচার হওয়ার কথা রয়েছে। তবে তারা এখনও অভিযোগ স্বীকার করে কোন বক্তব্য দেননি।

ব্রিটেনের সন্ত্রাসবিরোধী পুলিশ সম্প্রতি বিশেষভাবে রাশিয়ার পক্ষ থেকে সন্দেহজনক হুমকি এবং গুপ্তচরবৃত্তির তদন্তে তাদের অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে হচ্ছে বলে বক্তব্য দিয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ব্রিটেনে রুশ গুপ্তচর তৎপরতার সাথে জড়িত কতগুলি ঘটনার পর এ নিয়ে তাদের উদ্বেগ বেড়েছে।

দু'হাজার আঠারো সালে দু'জন রুশ আততায়ী রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থার একজন প্রাক্তন ডাবলএজেন্ট সের্গেই স্ক্রিপাল এবং তার মেয়ে ইউলিয়াকে ব্রিটেনের সালসবারি এলাকায় মারাত্মক নার্ভ গ্যাস নোভিচক ব্যবহার করে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়।

এর আগে ২০০৬ সালে সাবেক রুশগোয়েন্দা কর্মকর্তা অ্যালেকজান্ডার লিটভিনেনকো রুশ সরকারের অধীন ঘাতকদের বিষ প্রযোগের পর লন্ডনে নিহত হন।

মহাভারতে উল্লেখিত বিরাট রাজার মহলমন্দিরের সন্ধান মিলল বাংলাদেশে

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ক্ষিরিতলায় হাজার বছরের প্রাচীন নগরীর সন্ধান পেয়েছে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষকশিক্ষার্থীরা। সেখানে মহাভারতে উল্লেখিত বিরাট রাজার মহল ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিগত কয়েক বছর ধরে চলা গবেষণা শেষে তাঁদের ধারণা, ৮০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল এটি। আড়াই হাজার পূর্বে মহাভারতে বর্ণিত বিরাট রাজার প্রাসাদ ছিল এই অঞ্চলেই। সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ধামাইনগর ইউনিয়নের ক্ষিরিতলাও এর আশপাশের গ্রামগুলোতে অন্তত অর্ধ শতাধিক উঁচু ঢিবির সন্ধান পাওয়া যায়। যেগুলো বহু প্রাচীণ আমলের ইট দিয়ে তৈরি এক একটি মন্দির ছিল।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যায়ন বিভাগের শিক্ষক মো. রিফাতউররহমানের তত্ত্বাবধানে ৩৮ জন শিক্ষার্থী এই খিরিতলা গ্রামের পরিত্যক্ত উঁচু ঢিবি ও এর আশপাশের ধ্বংস্তুপ নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গবেষণা শেষে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যায়ন বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান রিফাত উর রহমান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'ক্ষিরিতলা গ্রামে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ঢিবিটাকে স্থানীয়রা রাজার বাড়ি বলে অভিহিত করেন। ঢিবিতে প্রাচীন কালের ইট নির্মিত স্থাপনার ভগ্নাংশ দৃশ্যমান। ঢিবিসংলগ্ন কৃষি জমিতে হাঁটলে প্রচুর পরিমাণে মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ চোখে পড়ে। ঢিবিতে পাওয়া পোড়ামাটির চিত্রফলক দেখে ধারণা করা যায় এগুলি গুপ্ত পরবর্তী যুগের। এখানে গুপ্ত আমলের একটি মুদ্রাও পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমিত হয় এ স্থানটি গুপ্ত কিংবা পাল আমলের একটি সমৃদ্ধ জনপদ। এখানে অবস্থিত প্রায় ৫০টি ঢিবির মধ্যে লুক্কায়িত আছে মন্দির এবং স্তুপাদির ধ্বংসাবশেষ। পাল আমল পর্যন্ত গৌরবের সঙ্গেই হয়তো এই জনপদ টিকে ছিল।

তিনি আরওজানান, '১৯৯০ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার পাবনা' সূত্র মতে নিমগাছি অতি প্রাচীন স্থান। এটিকে মহাভারতে বর্ণিত বিরাট রাজার শহর বলে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে প্রায় ৮ বর্গমাইল আয়তনের একটি নগরীর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে এখানে।'

বাংলাদেশের দেশবরেণ্য প্রত্নতাত্ত্বিক আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া ১৯৮৪ সালে তার বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ বইয়ে উল্লেখ করেছেন, মহাভারতে বর্ণিত মাৎস্য দেশের রাজা বিরাটের রাজপ্রাসাদ ছিল এ অঞ্চলে। নৃত্যশীলা, কীচক স্থান, বুরুজ ইত্যাদি নামে অন্যান্য ঢিবিগুলি পরিচিত। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। প্রমাণস্বরূপ একটি প্রাচীন বৃক্ষকে মহাভারতে বর্ণিত শমীবৃক্ষ ও একটি স্থানকে বিরাট রাজার গোগৃহ বলে চিহ্নিত করা হয়।'

রিফাতউররহমান আরও জানান, 'এই ঢিবিসহ আশপাশের গ্রামগুলোতে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার এখনো সুযোগ রয়েছে।' সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত ১ নম্বর ধামাইনগর ইউনিয়নের ক্ষিরিতলা গ্রামে অবস্থিতআঞ্চলিক নামবুরুজঢিপি।

ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ বাণিজ্য নগরী (মহাভারত ও সোনা গাজীর ইতিহাস) হিসাবে এর বর্ণনা ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। এই স্থান বিভিন্ন লোকোজ কাহিনী, গল্প, এলাকার প্রবীণমুরব্বিদের মুখে মুখে শোনা যায়। এখনও বহু সাধকরা প্রতি বছর সাধনা করার জন্য এসে থাকেন। এটি সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন রায়গঞ্জ তাড়াশের নির্বাচিত প্রয়াত সাবেক এমপি ইসহাক হোসেন। ১৯৮৬ সালে ধামাইনগর ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। খাদ্যের বিনিময়ের কর্মসূচি ৫ সের (কেজি) করে গমের বিনিময়ে খননের কাজ শুরু করেন। কিছুদিন কাজ চলার পরে এক অদ্ভুত সমস্যা ডেক দেয় - মজদুরেরা খননের কাজ দুএকদিন করলেই বিভিন্ন অসুখ হতো তাদের। পরে মজদুর (লেবার) সংকটে খননের কাজবন্ধ হয়ে যায়।

লোকমুখে, ইতিহাস থেকে জানা যায়, তৎকালীন আমলের রায় বাহাদুর বিরাট রাজা বাণিজ্য ও নগরের বিভিন্ন কাজের জন্য আসতেন। এই প্রসাদের (মহল) পাশেই অবস্থিত করতোয়া নদীতে নৌকাযোগে এসে হাতির পিঠে চড়ে তাঁর এ প্রাসাদে (মহলে), মন্দিরে থাকতেন। এই মহলের এতটাইউচ্চতা ছিল যে এর ছাদ থেকে পাশে অবস্থিত তাড়াশ উপজেলার সদরের নবরত্ন মন্দিরের ত্রিশূল দেখা যেতো। প্রায় ৪০৫০টি মাটির ঢিপি ছিল। এই প্রতিটি ঢিপিতে একটি করে মন্দির ছিল। এর আশপাশের জমিতে অনেক বড় বড় মাটির তৈরি ইট, অন্যান্য জিনিস পাওয়া যায়।

কালের বিবর্তনে এই ঐতিহাসিক স্থান ধ্বংসের পথে। বিরাট রাজার পরিবার, পরিজন, সৈন্য বাহিনী, হাতি, ঘোড়া ও সাংসারিক জীবনে ব্যবহার প্রযোজনের জন্য অনেকগুলো পুকুর খনন করেন। রাজার বিরাট বংশেরপরিবারের সদস্যদের নাম অনুসারে পুকুরগুলোর নামকরণ করা হ্য়,যা আজও বিদ্যমান। যেমন প্রতাপ দিঘী (২৫ একর) কাতলা দিঘী (১০ একর), ছোট রানি, বড় রানি শ্যামলী (৭ একর), রানী মায়াবতী (মায়া) পুকুর (২ একর), ঘোড়া মারা পুকুর (৬ একর) ও জোগী পুকুর (৫ একর)। এই জোগী পুকুর নিয়েও অনেক লোকোজ কাহিনী আছে।

এখনও প্রতি চাঁদ রাতে মেলা বসে এখানে। মনের বাসনা, অসুখ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ এখনো (মানোসা) মানত করে থাকেন। বিরাট রাজার বানিজ্য নগরী অনুসারে এই ইউনিয়নের নাম করন ধামাইনগর। রানী মায়াবতী পুকুরে (মানোসা) মানত করলেই, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় থালা বাসন, মিষ্টি, ক্ষীর উঠে আসতো। আর এই ক্ষীরের জন্য এ গ্রামের নাম হয়ে যায় ক্ষিরিতলা (লোকোজ কাহিনী)। এ ঐতিহাসিক স্থানটি রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার করা অতীব জরুরি। প্রায় ১০ একর এ স্থানকে একটি পর্যটন এলাকায় হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান দিয়েছেন স্থানীয় এলাকাবাসী।

সুন্দরবনেম্যানগ্রোভ ভিত্তিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষায়বনদপ্তর কর্তৃক বিশাল বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ

নিরাপত্তা রক্ষীদের রাজ্যজুড়ে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

দুর্গাপুর (নির্মাল্য গাঙ্গুলী) ঃ ম্যানগ্রোভ একটি বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ বা উষ্ণমণ্ডলীয় বৃক্ষ, যার ঠেসমূলশ্বাসমূল আছে, এবং যা সাধারণত সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের নোনা বা লবণাক্ত জলে জন্মায়। ক্ষেত্রবিশেষে নদীতীরের কাদাতেও ম্যানগ্রোভ জন্মায়।একশোটিরওবেশিগাছম্যানগ্রোভবাস্তুতন্ত্রেজন্মায়, যেমন সুন্দরী , গরান, গেঁওয়া, কেওড়া ইত্যাদি। গঙ্গাব্রহ্মপুত্রমেঘনার বদ্বীপের সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এর নাম সম্ভবত হয়েছে সুন্দরী গাছের নাম থেকে। এটি অন্যান্য ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের থেকে বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ । এর জলা জঙ্গলে যে ১০০টিরও বেশি প্রজাতির গাছ জন্মায় তার মধ্যে অন্তত ২৮টি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ।

এইসব গাছে সাধারণত থাকেঃ

শ্বাসমূল ঃ ছড়ানো মূল তন্ত্রের ঊর্ধমূখী শাখা যা ভূমিজলতলের উপরে জেগে থাকে এবং এর ডগায় নিউম্যাটোফোর নামে শ্বাসছিদ্র থাকে।

জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম বা জরায়ুজ প্রজনন ঃ এদের বীজ খসবার আগেই ফলের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে থাকে। মাটিতে পড়লেই সরাসরি গেঁথে মূল বিস্তার করতে পারে।

পৃথিবীতে মাত্র ১০ টি ম্যানগ্রোভ বনের আয়তন ৫০০০ বর্গ কিলোমিটারের বেশি। পৃথিবীর সমগ্র ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের ৪৩ ভাগ ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল অস্ট্রেলিয়া এবং নাইজারে অবস্থিত এবং ভারত ও বাংলাদেশে অবস্থিত সুন্দরবন বিশ্বে একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন যা ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে বিশ্বের বুকে পরিচিত । এটি প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য হিসেবেও মনোনীত হয়।

সুন্দরবন, যা একপ্রকার দেশের ফুসফুসই বলা চলে। এই সুন্দরবন অস্তিত্ব ভারতের মানচিত্রে ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। ম্যানগ্রোভের অনেক প্রজাতি ভারতের সুন্দরবনের থেকে বাংলাদেশের মাটিতে তাদের শিকড় সরিয়ে নিয়েছে। ২০২১ এর দ্য স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট অনুসারে, সুন্দরবনের খুব ঘন ম্যানগ্রোভের অংশ দুই বর্গকিমি সঙ্কুচিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। ২০১৯ থেকে ২০২১ এর মধ্যে ৯৯৬ বর্গ কিমি থেকে ৯৯৪ বর্গ কিমি এ পরিনত হয়েছে। সুন্দরবন, যা বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বদ্বীপ এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের ফুসফুস নামে অভিহিত করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততার মাত্রা এবং সাম্প্রতিক সময়ে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে

ম্যানগ্রোভ বনকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। কারণ ম্যানগ্রোভ ঘূর্ণিঝড়ের বিরুদ্ধে বাধা হিসাবে কাজ করে এবং কলকাতাকে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন ঝড়ের প্রভাব থেকে রক্ষা করে। ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি) বা জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি জাতিসঙ্ঘের মধ্যে পরিবেশগত সমস্যাগুলির প্রতিক্রিয়া সমন্বয় করে।তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে, কলকাতা শহর ২০৩০ সালের মধ্যে জলের নীচে চলে যেতে পারে। এই রিপোর্টের কথায় চিন্তার ভাজ পরেছে রাজ্য সরকার মাথায়। ইতিমধ্যেই তা নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তর কর্তৃক একটি বিশাল বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশিষ্ট পরিবেশবিদ এবং সুন্দরবন বোর্ড এর যুগ্ম পরিচালক, শ্রী সুভাষচন্দ্র আচার্য জানিয়েছেন, আমরা যে কারণে সুন্দরবনের ঘন ম্যানগ্রোভ হারাচ্ছি তার অন্যতম কারণ সমুদ্রের জল ম্যানগ্রোভের গাছগুলিকে প্লাবিত করে চলেছে। ফলে লবণাক্ততা ক্রমাগত বাড়ছে, যা ম্যানগ্রোভের অক্সিজেন শোষণ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে চলেছে। সময়ের সাথে সাথে প্রজাতিগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। গত ২৬শে জুলাই বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস উদযাপন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বনদপ্তর কর্তৃক একটি বিশাল বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ শুরু হয়েছে।দক্ষিণ ২৪ পরগনার বন অধিদপ্তর বিভাগ আয়োজিত অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় নিমপিঠে। এই অনুষ্ঠানেই, বন দপ্তরের দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভাগ থেকে ১০২০ হেক্টর অর্থাৎ ২৫২০ -একরের সমতুল্য বিশাল

জমি বরাদ্দ এবং তাতে বাদাবন তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজ'কে (কেএসসিএইচ) দেওয়া হয়েছে। তারা সুন্দরবনের রাইদিঘি, রামগঙ্গা এবং ভগবতপুরের পরিসরে ম্যানগ্রোভ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। ৫০০০ এর বেশি হেক্টর জুড়ে থাকা সুন্দরবনে রাজ্য সরকার কর্তৃক এই বিশাল জমিতে ম্যানগ্রোভ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর এই অভিনব উদ্যোগ এই প্রথম, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেএসসিএইচ সুন্দরবন এলাকায় ২০১৭ সাল থেকে ম্যানগ্রোভ রোপন করে চলেছে। এই কাজেও তারা গ্রামবাসীদের বৃক্ষরোপণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করবে। এইভাবে আগামী ৫ বছরে এখানকার প্রায় অগুন্তি গ্রামবাসীর জন্য একটি বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরি করবে। মাননীয় মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজ এর কাজকে সাদুবাদ জানিয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা শ্রী মিলন মন্ডল জানিয়েছেন, এই উদ্যোগটি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যিনি সুন্দরবন এলাকায় ১৭ কোটি ম্যানগ্রোভ রোপন করার কথা চিন্তা করেছিলেন। কেএসসিএইচ ২০১৭ সাল থেকে বিভিন্ন ধরনের ম্যানগ্রোভ রোপণের ক্রিয়াকলাপ করে চলেছে। তাই আমরা এই প্রকল্পটির জন্য তাদেরকেই দায়িত্ব দিলাম। পরবর্তীতে কার্বন ক্রেডিট এর মাধ্যমে এই প্রকল্প স্বনির্ভরতার দিশা পাবে। কেএসসিএইচএর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সৌরভ মুখার্জি জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে হাজার হাজার বেকার বন প্রান্তের গ্রামবাসী তাদের জীবিকা অতিবাহিত করতে পারবে। সুন্দরবনে এই প্রথম বন বিভাগ, এনজিও এবং কর্পোরেট সংস্থা ম্যানগ্রোভ বন পুনরুদ্ধার করতে একই সাথে কাজ করতে চলেছে। কেএসসিএইচ এখনও পর্যন্ত ১৮,৫৫,৫৪৬ এর বেশি ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করেছে। এর মধ্যে ১৪,৫৪,৪০৬টি বেচে আছে এবং সব চারা ভালো অবস্থায় আছে। কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্পোরেট হাউস এবং অন্যান্য এনজিওগুলির সাথে যোগাযোগ শুরু করেছে। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমাদের সাথে এই ম্যানগ্রোভ রোপনে সহযোগিতা করছে। উল্লেখযোগ্যভাবে লন্ডন থেকে এনআরকে ট্রাস্ট প্রতি বছর ২ লক্ষ ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে আমাদের সাথে।

সিডনির উত্তাপেও কাজ হয়নি অস্ট্রেলিয়ার

পর্থ (ওয়েবডেস্ক) ঃ নারী ফুটবল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে প্রথমবারের মতো খেলেছে অস্ট্রেলিয়ার 'মাটিলডাস'। সেখানে প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের কাছে হেরে গেছে ৩-১ গোলে। সেই দুঃখ আছে, থাকবেও কিছুদিন।

তবে প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার কোনো ফুটবল দলের বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল খেলা নিয়ে পুরো দেশ যে উন্মাদনা দেখেছে, সেটিকে অভূতপূর্বই বলা যায়। বিশেষ করে সেমিফাইনালের দিন ম্যাচের ভেন্যু সিডনি শহরটাই যেন বদলে গিয়েছিল। সকাল সকাল স্কুলের বাচ্চাদের হলুদ-সবুজ সাজে স্কুলে আসতে দেখা যায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মাথায় ও গলায় দেখা যায় 'গো মাটিলডাস' লেখা টুপি আর স্কার্ফ। সিডনির স্থানীয় কাউন্সিলগুলোর মাঠে ছিল বিশাল জনসমাগমের আয়োজন।

খেলা শেষ হওয়ার আগপর্যন্ত এমন উৎসব-উত্তেজনার আমেজেই আচ্ছন্ন হয়েছিল সিডনি। বিশ্বকাপ কিংবা বড় কোনো খেলা ঘিরে বাংলাদেশের মতো উৎসব-হইহুল্লোড়ের আমেজের স্বাদ পাওয়া যায় না অস্ট্রেলিয়ায়। খেলাপ্রেমী জাতি হলেও অস্ট্রেলিয়ায় মাঠের বাইরে আয়োজন তেমন চোখে পড়ে না। তবে মেয়েদের বিশ্বকাপ নিয়ে সিডনিতে আয়োজন ছিল একটু বেশি রঙিন।

অস্ট্রেলিয়ার নারী ফুটবল দল পরিচিত মাটিলডাস ডাকনামে। এর আগে পুরুষ দলের ডাকনাম 'সকারুস' আর নারীদের 'ফিমেল সকারুস' বলা হতো। ১৯৯৫ সালে মেয়েদের দলের জন্য ভিন্ন ডাকনাম হিসেবে ভোটের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার একটি লোকসংগীত থেকে 'মাটিলডাস' শব্দটির প্রচলন হয়। মাটিলডাস শব্দের অর্থ 'যুদ্ধে যারা শক্তিশালী'। আর এবারের দলটির স্লোগান ছিল, 'গো মাটিলডাস, হ্যাশট্যাগ টিল ইট'স ডান'।

সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে সিডনির বিখ্যাত অলিম্পিক পার্কের অ্যাকর স্টেডিয়ামে, যেখানে ছিলেন প্রায় ৭৫ হাজার দর্শক। কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার শ্বাসরুদ্ধকর জয়ের পর সেমিফাইনালের সব টিকিট অগ্রিম বিক্রি হয়ে যায়। সিডনির প্রায় সব কাউন্সিলের পক্ষ থেকে স্থানীয় মাঠে বড় পর্দায় খেলা দেখার আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা সবান্ধব খাবারদাবার নিয়ে জড়ো হন মাঠে। ঘরোয়া আয়োজনেও কমতি রাখেনি সিডনির প্রবাসী বাংলাদেশিরা, ঘরেই বড় টেলিভিশনে পরিবার-স্বজন নিয়ে চলেছে খেলা দেখা।

অস্ট্রেলিয়ার কোনো ফুটবল দলই বিশ্বকাপে এত দূর আসতে পারেনি। এর আগে মাটিলডাসের সর্বোচ্চ সাফল্য ছিল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা। এবারের বিশ্বকাপ নিয়ে তাই বাড়তি আমেজ ছিল অস্ট্রেলিয়া জুড়ে।

এমনকি অতি আবেগের বশে দেশটির প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ বিশ্বকাপ জিতলে অস্ট্রেলিয়ায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার কথা বলে বসেন। আর সিডনির রাজ্য নিউ সাউথ ওয়েলসের মুখ্যমন্ত্রী ক্রিস মিনস রাজ্যের জন্য ছুটির ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি বিশাল প্যারেড বের করারও আশা ব্যক্ত করেছিলেন। তবে অস্ট্রেলিয়া হেরে যাওয়ায় এসবের কিছুই হয়নি শেষ পর্যন্ত। স্বপ্ন তুলে রাখতে হয়েছে মেয়েদের বিশ্বকাপের পরবর্তী আসরের জন্য।

ভারতের ৪ নম্বরের সমাধান কি কোহলি

লন্ডন ঃ ভারতের ৪ নম্বর হবেন কে? আলোচিত এই প্রশ্নের উত্তরটা এখনো খুঁজে পায়নি ভারতীয় ক্রিকেট দল। সমস্যাটা নতুন নয়, তবে সমাধান মিলছে না। ভারতের ব্যাটিং লাইনআপে ৪ নম্বরে যুবরাজ সিং জায়গায় এখনো কেউ থিতু হতে পারেননি বলে মনে করেন খোদ অধিনায়ক রোহিত শর্মা নিজেই। তবে ভারতের সাবেক কোচ ও ক্রিকেট বিশ্লেষক রবি শাস্ত্রী এই সমস্যা সমাধানের উপায় বাতলে দিলেন। ভারতের সাবেক এই কোচ মনে করেন, ভারতের নম্বর চারের সমাধান হতে পারেন বিরাট কোহলি।

২০১৭ সালে ক্যারিয়ারের সর্বশেষ ওয়ানডে খেলা যুবরাজের পর ভারতের নম্বর ৪ জায়গাটা কেউ নিজের করে নিতে পারেননি। ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগেও ৪ নম্বর নিয়ে সমস্যায় পড়েছিল ভারত। ৪ বছর পরের বিশ্বকাপেও সেই একই ব্যাটিং দুশ্চিন্তা আছে তাদের।

যুবরাজের অবসরের পর ৪ নম্বরে ভারতের হয়ে খেলেছেন ১৭ ব্যাটসম্যান। সেখানে সবচেয়ে সফল শ্রেয়াস আইয়ার২০ ইনিংসে ৪৭.৩৫ গড় ও ৯৪.৩৭ স্ট্রাইক রেটে তাঁর রান ৮০৫। শ্রেয়াসের পরিসংখ্যান ভালো হলেও চোটের কারণে তিনিও দলে নিয়মিত নন। গত মার্চ থেকেই পিঠের চোটের কারণে মাঠের বাইরে শ্রেয়াস, যিনি এ বছরের জানুয়ারির পর কোনো ওয়ানডে খেলেননি। মিডল অর্ডারে খেলতে পারেন এমন আরেক ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুলও চোটের সঙ্গে লড়ছেন।

সম্প্রতি শেষ হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও ৪ নম্বর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে ভারত। ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৪ নম্বরে ব্যাট করেছেন তিনজন। প্রথম ওয়ানডেতে ৪ নম্বরে ব্যাট করেছেন হার্দিক পান্ডিয়া আর পরের দুই ম্যাচে অক্ষর প্যাটেল ও সঞ্জু স্যামসন।

রবি শাস্ত্রী পরীক্ষিত কোহলির ওপরই বাজিটা ধরতে চান। স্টার স্পোর্টসের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'বিরাটের যদি ৪ নম্বরে ব্যাটিং করার দরকার হয়, দলের স্বার্থে সে করবে। গত দুটি বিশ্বকাপে আমি (কোচ থাকার সময়ে) এমন ভেবেছিলাম। টপ অর্ডারের ভারী ব্যাটিং লাইনআপটা ভাঙার জন্য এটা করতে চেয়েছি। কারণ, শুরুর দুই-তিনজন যদি আউট হয়ে যায়, তাহলে আমাদের আর সুযোগ থাকে না, এটা প্রমাণিত। যদি আপনি বিরাটের রেকর্ডের দিকে তাকান, তাঁর রেকর্ড ৪ নম্বরের জন্য যথেষ্ট ভালো।'

রেকর্ড বিবেচনায় রবি শাস্ত্রী কথাটা মন্দ বলেননি। ২৭৫ ইনিংসের ক্যারিয়ারে কোহলি ৪২ ইনিংসে ব্যাটিং করেছেন চারে। এই ৩৯ ইনিংসে ৫৫.২১ গড়ে কোহলি রান করেছেন ১৭৬৭। সেঞ্চুরি করেছেন ৭টি। যদিও কোহলির পছন্দের ব্যাটিং পজিশন ৩ নম্বরই। রেকর্ড অন্তত সেই কথাই বলছে। এই পজিশনে ২১০ ইনিংসে ৬০.২১ গড়ে রান করেছেন ১০ হাজার ৭৭৭। সেঞ্চুরি পেয়েছেন ৩৯টি।

আক্রমণাত্মক খেলা ছাড়া উপায় নেই বাবরদের

লন্ডন ঃ কথাটা প্রথম শোনা গিয়েছিল বাবর আজমের মুখে। পাকিস্তান অধিনায়ক টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্রে আরও আক্রমণাত্মক খেলার কথা বলেছিলেন। এই কথা যে বাবর বলার জন্যই বলেননি, সেটা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজেই স্পষ্ট। যে টেস্ট সিরিজে আক্রমণাত্মক কৌশলে খেলেই ২৯ বছর পর টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে ধবলধোলাই করে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক কৌশলকে অনেকেই পাকবল নামও দিয়েছিলেন। এই পাকবল শুধু টেস্টেই আটকে থাকছে না, ওয়ানডে ক্রিকেটেও দেখা যাবে পাকিস্তানের ক্রিকেটের এই রূপ। ক্রিকেটারদের কাছে পাকিস্তানের প্রধান কোচ অ্যান্ডি ব্র্যাডবার্নের এটা কোনো অনুরোধ নয়, বরং দলে থাকতে হলে এই চাহিদা পূরণ করেই থাকতে হবে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ ও এশিয়া কাপকে সামনে রেখে নতুন কৌশলে খেলার জন্য আলাদা অনুশীলনও করেছে পাকিস্তান। লাহোর ও করাচিতে হওয়া সবশেষ দুই অনুশীলন ক্যাম্পে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটকে। পাকিস্তানের প্রধান কোচ ম্যাচে এই অনুশীলনের প্রতিফলন দেখতে চান।

ব্র্যাডবার্ন স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন, দলে থাকতে হলে কীভাবে খেলতে হবে, 'আমরা নেটে দেখানোর জন্য অনুশীলন করছি না। আমরা এই স্কিলটা ম্যাচে দেখাতে চাই। আর এটা খেলোয়াড়দের প্রতি কোচের কোনো অনুরোধ নয়। দলে থাকার জন্যই এমন খেলা প্রয়োজন। কারণ, এভাবেই খেলাটা বৈশ্বিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা জেতার মতো ক্রিকেট খেলতে চাই। খেলোয়াড়দের কাছ থেকে আমাদের চাওয়াটা এমন হতে হবে। খেলাটা সামনে এগিয়ে যাচ্ছ। আর আমরা সেখানে নেতৃত্ব দিতে চাই।'

ওয়ানডে ক্রিকেটে মাঝের ওভারে সাধারণত ব্যাটসম্যানরা একটু ধীরগতিতে খেলেন। পাকিস্তান এই মিডল ওভারেই আগ্রাসী হতে চায়। পাকিস্তানের প্রধান কোচ জানালেন শুধু ব্যাটিংয়ে নয়, বোলিং ও ফিল্ডিংয়েও আক্রমণাত্মক হবে তাঁর দল। তিনি বলেন, 'একভাবে দেখলে দল নির্বাচনটা কঠিন। তবে আমাদের কাছে দল নির্বাচন করা খুব বেশি কঠিন মনে হয়নি। মানে বলতে চাচ্ছি, আমাদের একাদশ ও ব্যাটিং কৌশল কী হবে, তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে। আমাদের ধারণা আছে আমরা কখন আক্রমণ করতে চাই, বিশেষ করে, মিডল ওভারে। মিডল ওভারের দিকে আক্রমণের জন্য আমরা সামর্থ্য বাড়ানোর চেষ্টা করছি। শুধু ব্যাটিংয়ে নয়, বোলিং ও ফিল্ড প্লেসিংয়েও। বল হাতে তখন আমরা উইকেট নিতে চাই।'

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ ও এশিয়া কাপের জন্য ঘোষিত পাকিস্তান দলে ফিরেছেন ফাহিম আশরাফ। পেস বোলিং অলরাউন্ডার ফাহিম ওয়ানডে দলে ফিরেছেন প্রায় দুই বছর পর। সবশেষ খেলেছিলেন ২০২১ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে।

দুই বছর পর কেন ফাহিম দলে, সেই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন কোচ, 'আমি বিশ্বাস করি ডেথ ওভারে পেস বোলারদের বিপক্ষে ফাহিমের চেয়ে কেউ ভালো হিট করতে পারে না। যারা ব্যাটিং ও বোলিং-দুই বিভাগেই গতিশীল, তাদের আমরা সুযোগ দিতে চাই। পিএসএলে ফাহিম যেভাবে ব্যাট হাতে খেলাটা শেষ করেছে, সেই নোটটাও আমরা রেখেছিলাম।'

মার্কিন সেনাবাহিনীতে ‘বর্ণবৈষম্যের কারণে’ ট্র্যাভিস কিং উত্তর কোরিয়ায় পালিয়ে গেছেন?

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ উত্তর কোরিয়া বলছে, মার্কিন সৈন্য ট্র্যাভিস কিং যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে অমানবিক আচরণ এবং বর্ণবৈষম্যের কারণে গতমাসে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে উত্তর কোরিয়ায় পালিয়ে গেছেন। গত ১৮ই জুলাই ২৩ বছর বয়সী এই সৈন্য গাইডেড ট্যুরে থাকার সময় দক্ষিণ কোরিয়া থেকে উত্তর কোরিয়ায় চলে যান। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কেসিএনএ বলছে, মার্কিন সৈন্য ট্র্যাভিস কিং অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন এবং তিনি সেদেশে আশ্রয় চেয়েছেন।

মার্কিন এই সৈন্যের উত্তর কোরিয়ায় চলে যাওয়ার পর পিয়ংইয়ংএর পক্ষ থেকে এই প্রথম তার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করা হলো। ট্র্যাভিস কিং শত্রুপক্ষের অবস্থান ও শক্তি জানার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীতে কাজ করছেন। এই কাজের অংশ হিসেবে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থান করছিলেন।

সীমান্ত পার হওয়ার আগে ট্র্যাভিস কিংএর বিরুদ্ধ আনীত এক ‘হামলার’ অভিযোগে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার কারাগারে দু’মাস বন্দী ছিলেন এবং ১০ই জুলাই তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

তার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কথা ছিল, ফিরে যাওয়ার পর তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু তার আগেই তিনি বিমানবন্দর থেকে পালিয়ে দুই কোরিয়ার মধ্যবর্তী সৈন্যমুক্ত এলাকা দেখতে যাওয়া পর্যটকদের একটি দলে যোগ দিতে সক্ষম হন।

এই এলাকা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াকে আলাদা করেছে, যা সারা বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত এলাকাগুলোর একটি। এখানে স্থলমাইন পোঁতা রয়েছে। এছাড়াও এর চারদিক ঘিরে রয়েছে ইলেকট্রিক ও কাঁটাতারের প্রাচীর। নজরদারি ক্যামেরা দিয়ে এই এলাকাটি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

এর চারপাশ ঘিরে সশস্ত্র রক্ষীদের ২৪ ঘণ্টা সতর্ক থাকার কথা থাকলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন ট্র্যাভিস কিং যেদিন সীমান্ত পার হয়ে চলে যান সেদিন সেখানে উত্তর কোরিয়ার কোনো সৈন্য উপস্থিত ছিল না।

ট্র্যাভিস কিংকে নিয়ে উত্তর কোরিয়ার পরিকল্পনা ব্যাপারে পিয়ংইয়ংএর পক্ষ থেকে এখনও কিছু বলা হয়নি। তবে তারা বলছে যে তিনি ‘বেআইনিভাবে’ উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশের কথা স্বীকার করেছেন। আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের একজন গবেষক ক্রিস্টোফার গ্রিন বলছেন, উত্তর কোরিয়া যে তার অবৈধ প্রবেশের কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করছে, সেটা থেকে বোঝা যায় ট্র্যাভিস কিং চাইলেও পিয়ংইয়ং তাকে সেদেশে থাকতে দেওয়ার কথা ভাবছে না। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যদি এরকম কিছু হয়, উত্তর কোরিয়ার কাছে তার রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে যাবে, বলেন মি. গ্রিন। তবে তিনি এও বলেন যে ট্র্যাভিস কিংকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে উত্তর কোরিয়া এখনই তাড়াহুড়োও করবে না। উত্তর কোরিয়ার বিবৃতিতে ট্র্যাভিস কিংএর বিচার কিম্বা তার শাস্তির ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। এছাড়াও বর্তমানে তিনি কোথায় আছেন এবং তার শারীরিক অবস্থা কেমন এসব বিষয়েও তাতে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

তদন্তের সময় ট্র্যাভিস কিং স্বীকার করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে অমানবিক আচরণ এবং বর্ণবৈষম্যের কারণে তিনি খারাপ বোধ করছিলেন এবং একারণে তিনি উত্তর কোরিয়ায় পালিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কেসিএনএর রিপোর্টে একথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, তিনি আরো বলেছেন যে আমেরিকার সমাজে যে ধরনের অসাম্য বিরাজ করছে তাতে তার মোহভঙ্গ ঘটেছে এবং একারণে তিনি উত্তর কোরিয়ায় অথবা তৃতীয় কোনো একটি দেশে আশ্রয় প্রার্থনা করতে চেয়েছেন।

ওয়াশিংটন বলেছে, তারা এখনও এই দাবির সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেনি। ট্র্যাভিস কিংএর উত্তর কোরিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তার অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছিল, কারণ এই ঘটনার পরে তার কাছ থেকে কিছু শোনা যায়নি এবং তাকে কোথাও দেখাও যায়নি। জাতিসংঘ কমান্ডের সহযোগিতা নিয়ে তার মুক্তির জন্য উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র। এই জাতিসংঘ কমান্ড দু’দেশের সীমান্ত এলাকা পরিচালনা করে। তাদের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীর ফোনে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। উত্তর কোরিয়ার মন্তব্যের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, তারা এখন ট্র্যাভিস কিংকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার বিষয়টিকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। তিনি বলেন, এজন্য সম্ভাব্য সবকটি উপায় বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। এই দুটো দেশের মধ্যে কূটনৈতিক কোনো সম্পর্ক নেই।

ট্র্যাভিস কিংএর পরিবার থেকেও এর আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে বলা হয়েছিল যে তিনি সেনাবাহিনীতে বর্ণবৈষম্যর শিকার হচ্ছেন। তারা আরো জানিয়েছেন যে দক্ষিণ কোরিয়ার

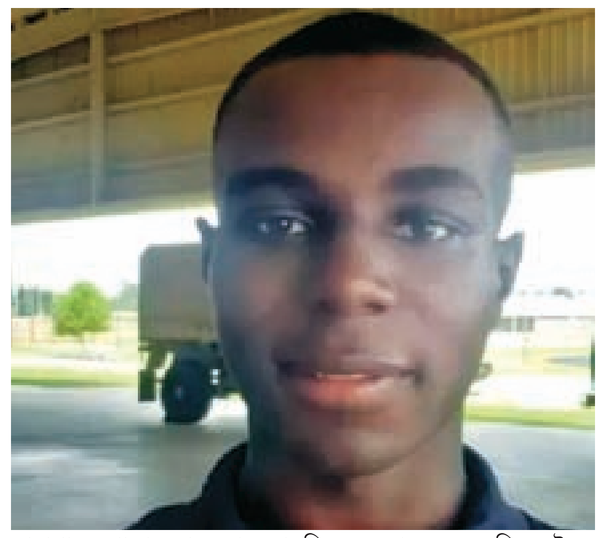

কারাগারে থাকার পর তার মানসিক অবস্থারও অবনতি ঘটেছে। পরিবারের সদস্যরা বলছেন যে তারা অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। কিন্তু উত্তর কোরিয়া বিশ্বের গুটিকয়েক নামমাত্র কমিউনিস্ট দেশগুলোর একটি, যেখানে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম অত্যন্ত গোপনে পরিচালিত হয় এবং দেশটির সমাজও সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশটির নেতা কিম জংআনের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনেরও অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ট্র্যাভিস কিংকে আটক রাখার ঘটনা উত্তর কোরিয়ার যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী বার্তারই একটি অংশ এবং এই ঘটনা এমন সময়ে ঘটল যখন দুটো দেশের সম্পর্ক গত কয়েক বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

তারা বলছেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আন্তর্জাতিক সমালোচনার মধ্যেই উত্তর কোরিয়া এখন আমেরিকার সমাজে বর্ণবৈষম্য এবং অন্যান্য দুর্বলতার বিষয়গুলো তুলে ধরার এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইবে।

উত্তর কোরিয়ার মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ২০১৭ সালের পর এই প্রথম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসার কথা রয়েছে।

এই বৈঠকের আগে ট্র্যাভিস কিংএর ব্যাপারে উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে এধরনের বক্তব্য দেওয়া হলো।

টুকরো খবর

রিভেঞ্জ পর্ণ ঃ সাবেক বয়ফ্রেন্ডের বিরুদ্ধে মামলা, ১২০ কোটি ডলার দেবার আদেশ

টেক্সাস ঃ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের একটি আদালত রিভেঞ্জ পর্ণের ভিকটিম হিসেবে এক নারীকে ১২০ কোটি ডলার দিতে নির্দেশ দিয়েছে তার সাবেক প্রেমিককে। আদালতে এ সম্পর্কিত নথিপত্রে ওই নারীর নাম শুধু ‘ডিএল’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ২০২২ সালে তার সাবেক প্রেমিকের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছিলেন। ‘রিভেঞ্জ পর্ণ’ বা প্রতিশোধমূলক পর্ণ হচ্ছে যৌন মিলনের ভিডিও বা ছবি অনুমতি ছাড়াই অনলাইনে প্রকাশ করা। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সঙ্গীকে বেকায়দায় ফেলা। অভিযোগ ছিল তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর ওই ব্যক্তি তাদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের একটি ছবি অনলাইনে প্রকাশ করে তাকে জনসমক্ষে লজ্জায় ফেলে দেন। ওই নারীর আইনজীবী বলছেন ‘ছবি ভিত্তিক যৌন হয়রানির’ শিকার ওই নারীর জন্য আদালতের রায় একটি জয়। মামলার লিড ট্রায়াল আইনজীবী ব্রাডফোর্ড গিলডে বলেছেন, ওই নারীর যে সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে এ রায় সেটি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে।

আইনজীবীরা শুরুতে একশ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন। আমরা আশা করি ক্ষতিপূরণের অংকটি একটি বার্তা দিবে এবং এটি অন্যদের এ ধরণের ঘৃণ্য কাজে জড়িত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করবে, মি. গিলডে বলেন। আদালতের তথ্যপ্রমাণ অনুসারে ওই নারী ও তার সাবেক প্রেমিকের মধ্যে সম্পর্ক শুরু হয়েছিলো ২০১৬ সালে। তখন সে নারী তার ব্যক্তিগত কিছু ছবি

প্রেমিকের সাথে শেয়ার করেন। কিন্তু ২০২১ সালে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার পর তিনি এসব ছবি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এমনকি ওই নারীর অনুমতি ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কদের একটি ওয়েবসাইটেও তিনি এগুলো তুলে দেন। এরপর সে ব্যক্তি এগুলোর লিংক ওই নারীর বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের পাঠিয়ে দেন। এমনকি ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার সাবেক প্রেমিকার ফোন, ইমেইল ও সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্টগুলো, এমনকি ওই নারীর মায়ের বাড়ির ক্যামেরায় প্রবেশাধিকার নেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে, যা ওই নারীর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যবহার করার অভিযোগ করা হয়েছে। এরপর অভিযুক্ত ব্যক্তি সে নারীকে একটি বার্তা পাঠান। ইন্টারনেট থেকে তোমার নিজেকে মুছে ফেলার জন্যই তোমার সারাজীবন ব্যয় করবে তুমি। যতজনের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে সবাই এই গল্প জানবে। হ্যাপি হান্টিং। ভিকটিম নারীর আইনজীবীরা দাবি করেন, সাবেক প্রেমিক ছবিগুলো প্রকাশ করে ওই নারীকে একই সাথে মানসিক হয়রানি, পারিবারিক সহিংসতা ও যৌন হয়রানি করেছেন। তবে স্থানীয় গণমাধ্যম বলছে ওই ব্যক্তি নিজে আদালতে আসেননি।তবে আদালতে তার আইনজীবী ছিল। পরে তাকে আদালতে ওই নারীকে অতীত ও ভবিষ্যতের মানসিক যন্ত্রণার জন্য ২০০ মিলিয়ন ডলার আর ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০০ কোটি ডলার দেয়ার নির্দেশ দেয়। রিভেঞ্জ পর্ণের ক্ষেত্রে অতীতেও যুক্তরাষ্ট্রে বড় ধরণের জরিমানা করার ইতিহাস আছে। ২০১৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় পর্ণ সাইটে ব্যক্তিগত ছবি তুলে দেয়ার পর এক নারীর সাবেক পার্টনারকে ৬দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার জরিমানার আদেশ দিয়েছিল আদালত। ২০১৬ সালে প্রায় এক কোটি আমেরিকান রিভেঞ্জ পর্ণ কিংবা জোরপূর্বক যৌন সম্পর্কের শিকার হওয়ার অভিযোগ করেছিলেন। ডেটা অ্যান্ড সোসাইটি রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর সমীক্ষা মতে এর মধ্যে বেশিরভাগ ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী নারী। এ মুহূর্তে ম্যাসাচুসেটস ও সাউথ ক্যারোলিনা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সব রাজ্যেই রিভেঞ্জ পর্ণ বিরোধী আইন আছে।

জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভার দুই দিন বন্ধ রাখা হয়েছিল যে কারণে

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে জাতীয় পরিচপত্র কর্তপক্ষ জানিয়েছে সাইবার হামলার আশঙ্কায় প্রায় দুই দিন এনআইডি সার্ভার বন্ধ রাখা হয়েছিল। বুধবার দুপুর ২টা থেকে এনআইডি সার্ভার পুরোপুরি সচল হয়েছে বলে দাবি করে এনআইডি কর্তৃপক্ষ। জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ কে এম হুমায়ুন কবীর বুধবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ১৪ই অগাস্ট রাত ১২টা থেকে ১৬ই অগাস্ট দুপুর দুইটা থেকে সার্ভার বন্ধ রাখা হয়েছিল।

তিনি বলেন, যখন আমাদের কাছে মেইনটেন্যান্স থেকে আমাদের কিছু মেসেজ আসলো যে কিছু থ্রেট আসতে পারে সেকারণে আমরা ১৪ তারিখে ১২টার সময় বন্ধ করেছি এবং এই মুহূর্তে আমরা চালু করেছি।

সংবাদ সম্মেলনে প্রকল্প পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ সায়েম বলেন, সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার কিছু হুমকি দেখেছে যেগুলো কিছু ছোট ও কিছু বড়। এগুলো যেকোন সময় আসতে পারে। সেগুলো সমাধানযোগ্য ছিল এবং সমাধানের পর সার্ভার চালু করা নিরাপদ মনে করেছে। যার কারণে এটি আবার চালু করা হয়েছে। আমরা পুরোপুরি বলতে পারি যে এটা সুরক্ষিত, বলেন তিনি।

এদিকে সার্ভার বন্ধ থাকলেও জাতীয় পরিচয়পত্র সম্পর্কিত সেবা নিতে গিয়েছিলেন অনেক সাধারণ মানুষ। সার্ভার বন্ধ থাকায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তাদের।

এবিষয়ে মহাপরিচালক এ কে এম হুমায়ুন কবীর বলেন, ১৭১টি প্রতিষ্ঠানকে জানানো হয়েছিল যে পরবর্তী নোটিশ না দেয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিচয়পত্রের সার্ভারের সেবা বন্ধ থাকবে।

পাবলিকলি যদি আমরা বলি যে এটা বন্ধ যাচ্ছে তাহলে একটা প্যানিক সৃষ্টি হতে পারে। প্যানিকটাকে মিনিমাইজ করার জন্য এটা বলা হয়নি। নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ দুটো কারণেই সার্ভার বন্ধ রাখা হয়েছিল বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভার ব্যবহার করার দরকার হয় এমন একটি সেবা হচ্ছে পাসপোর্ট সেবা।ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত পাসপোর্ট অফিসে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, সার্ভার বন্ধ থাকার কারণে গতকাল পর্যন্ত খুব একটা সমস্যা হয়নি। এই দপ্তরের পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ১৫ই অগাস্ট পর্যন্ত কোন ধরণের সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি তাদের। তবে বুধবার বা ১৬ই অগাস্ট কিছুটা সমস্যায় পড়েছেন তারা। তিনি বলেন, এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে আবেদনকারীদের বায়োমেট্রিক তথ্য তারা জমা নিয়ে রাখেন। তবে তাতে পাসপোর্টের প্রক্রিয়া খুব একটা অগ্রসর হয় না।

বেসরকারি একটি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, জাতীয় পরিচয়পত্রের সার্ভার বন্ধ থাকার কারণে বুধবার পর্যন্ত তারা খুব একটা সমস্যায় পড়েননি।

এদিকে, সাইবার হামলার আশঙ্কায় সার্ভার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তকে সাময়িক পদক্ষেপ হিসেবে দেখলেও এটা কার্যকর কোন পদক্ষেপ নয় বলে মনে করছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।

তারা বলছেন, হামলার ভয়ে সার্ভার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত দীর্ঘস্থায়ী সমাধান আনে না।

এ বিষয়ে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সুমন আহমেদ সাবির বলেন, হামলার শঙ্কায় সার্ভার বন্ধ রাখাটা ইউজুয়াল প্র্যাকটিস না।

নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে যদি আপনার আত্মবিশ্বাস না থাকে তাহলে পদক্ষেপ হিসেবে এটা একটা ব্যবস্থা হতে পারে, বলেন মি. সাবির। তাঁর মতে, জাতীয় পরিচয়পত্রের সার্ভারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা এবং সেটা চালু রাখার চেষ্টা করাটা আদর্শ হওয়া উচিত। সার্ভার বন্ধ রাখলে যেহেতু সেটা পুরো নেটওয়ার্কের বাইরে থাকে তাই এটি সাময়িক সুরক্ষা দিলেও তা দীর্ঘ সময়ে নিরাপত্তা আনে না বলেও মনে করেন তিনি।

যে কোন সময়ে সাইবার হামলা হতে পারে। হুমকি রয়েছে মানেই যে কালকেই অ্যাটাকটা আসবে এমন নয়, পরেও আসতে পারে, বলেন মি. সাবির। মূল সমস্যার সমাধান হচ্ছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থাটা নেয়া যাতে এ ধরণের হামলা মোকাবেলা করা যায়।

গত ৮ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক অনলাইন বার্তা সংস্থা টেকক্রাঞ্চে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সরকারি ওয়েব সাইটের তথ্য ফাঁস হওয়ার কথা জানায়।

সে সময় বাংলাদেশের সরকারি অন্তত দুটি সার্ভার থেকে নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্য ‘ফাঁস’ হওয়া নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়।

তখন নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল ¯ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্ভার থেকে কয়েক লাখ নাগরিকের নাম, ফোন নম্বর, ইমেইল ঠিকানা এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বরসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্য ‘ফাঁস’ হয়।

সে সময় নির্বাচন কমিশনসহ একাধিক সংস্থা অবশ্য দাবি করেছিল যে, সেটি কোন হ্যাকিংয়ের ঘটনা ছিল না। একই সাথে নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেস সুরক্ষিত ছিল বলেও দাবি করা হয়।

গত ৮ই জুলাই সরকারের সাইবার ইস্যু দেখভালকারী প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম বা সার্ট অ্যালার্ট জারি করেছিল।

যেখানে উল্লেখ করা হয়, ১৫ই অগাস্ট বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামো, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সেবা এবং সব ধরণের সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সাইবার হামলার মুখে পড়তে পারে।

সংস্থাটির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘হ্যাকটিভিস্ট’ নামের একটি হ্যাকার গ্রুপ ধর্মীয় উগ্রবাদে উদ্বুদ্ধ এবং তারা ১৫ই অগাস্ট ’সাইবার হামলার ঝড় বইয়ে দেয়ার হুমকি’ দিয়েছে।

এ ধরণের হামলার কারণে আইটি সেবা ও ব্যবসা ব্যাহত হতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয়। সব ধরণের প্রতিষ্ঠানকে ছোট ও মাঝারি আকারের সাইবার হামলা মোকাবেলায় পদক্ষেপও নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

সতর্কবার্তায় উল্লেখ করা হয়, হ্যাকটিভিস্ট গ্রুপস নামে একটি গ্রুপ থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সাইবার হামলার হুমকি রয়েছে। তারা বাংলাদেশে অনবরত সাইবার হামলা চালিয়ে আসছে। তাদের টার্গেট করা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সরকারি ও সামরিক প্রতিষ্ঠান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, ব্যাংক ও এনবিএফআই, ফার্মাসিউটিক্যালস, এনার্জি এন্ড এডুকেশন সেক্টর।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
বাংলা দৈনিক
রাঁচি বৃহস্পতিবার 8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
17-08-2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

নতুন আইনে জমি বিক্রির মুনাফার ওপর ১৫ শতাংশ কর দিতে হবে

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে কার্যকর হওয়া নতুন আয়কর আইন অনুযায়ী এখন থেকে জমি বিক্রি করে পাওয়া লাভ বা মুনাফা করদাতার আয়ের সঙ্গে যোগ হবে এবং করদাতা ব্যক্তিকে এ আয়ের ওপর কর দিতে হবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী জমি বিক্রি থেকে হওয়া মুনাফার ওপর ১৫ শতাংশ হারে কর দিতে হবে, যা গেইন ট্যাক্স হিসেবে পরিচিত। একই সঙ্গে কেউ যদি কাউকে জমি হেবা বা দান করে দেয়, বা অন্যের নামে রেজিস্ট্রি করে পাঁচ বছরের মধ্যে আবার নিজের নামে রেজিস্ট্রি করে সেই জমি বিক্রি করে, তাহলে তাকেও ওই মুনাফার ওপর কর দিতে হবে। যদিও এই কর নির্ধারণের সময় বিক্রেতা জমি ক্রয়ের সময় উৎসে যে কর দিয়েছিলেন সে অংশটুকু বাদ দিয়ে হিসেব করা হবে। এতদিন ওই উৎসকরকেই বিক্রেতার জন্য চূড়ান্ত কর হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আয়কর বিশেষজ্ঞ ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সাব্বির আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলছেন বিক্রেতার জন্য আগেও কর নির্ধারিত ছিলো, কিন্তু জমি ক্রয়বিক্রয়ের সময় বিক্রেতার ওই কর এতোদিন ক্রেতা পরিশোধ করে আসছিলো।

বিন্দেশ্বর পাঠকের হাত ধরে ভারতে যেভাবে 'পাবলিক টয়লেট বিপ্লব' ঘটেছে

প্রয়াগরাজ ঃ ভারতে পাবলিক টয়লেট নির্মাণের ক্ষেত্রে একরকম 'বিপ্লব' এনেছিলেন যে সমাজকর্মী, সেই বিন্দেশ্বর পাঠক ৮০ বছর বয়সে মারা গেছেন। ভারতের রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন বা বাস টার্মিনালে 'সুলভ শৌচালয়' নামে যে পাবলিক টয়লেট দেখা যায়, ১৯৭০ এর দশকে তার সূচনা করেছিলেন মি. পাঠক। মি. পাঠকের সংস্থা সুলভ ইন্টারন্যাশনাল দাবি করে যে সারা দেশের শহরাঞ্চলেই তাদের ৯,০০০ 'পে অ্যান্ড ইউজ' পাবলিক টয়লেট আছে এবং প্রতিদিন দুই কোটি মানুষ এই টয়লেট ব্যবহার করে। গ্রামীণ এলাকাতে তারা গত ৫০ বছরে দেড় লাখেরও বেশি টয়লেট বানিয়েছে। তবে সুলভের তৈরি সব পাবলিক টয়লেট কতটা পরিচ্ছন্ন ও সেগুলো কতোটা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তা নিয়ে যেমন প্রশ্ন আছে, তেমনই মি. পাঠক কথিত 'পাবলিক টয়লেট বিপ্লব' শুরু করার প্রায় ৫০ বছর, এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার স্বপ্নের 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' শুরু করার নয় বছর পরেও ভারতে প্রকাশ্যে টয়লেট করা বন্ধ হয় নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ জুলাই মাসে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন ভারতের গ্রামীণ এলাকার ১৭ শতাংশ মানুষ এখনও প্রকাশ্যে টয়লেট করেন।